এপিক্‌টেটসের উপদেশ

Made with □ by টেলি বই □□

✓ t.me/bongboi

এ ধরনের আরও বই পান □ এখানে।

😸 Generated from WikiSource

1. পাতার শিরোনাম
2. এপিক্‌টেটসের উপদেশ
3. তত্ত্বজ্ঞানের আরম্ভ
4. স্বাভাবিক সংস্কার ও বিবেকবুদ্ধি
5. তত্ত্বজ্ঞানের পথ
6. নব-শিক্ষার্থীর প্রতি
7. আত্মোন্নতির তিনটি ধাপ
8. জীবনের খেলা
9. ভয় ও অভয়
10. যেমনটি তাই
11. জ্ঞানী ও অজ্ঞানের ভয়
12. জীবন-সাগরে যাত্রা
13. প্রত্যর্পণ
14. কোন পথে সুখ
15. কর্ত্তব্য
16. যার যে কাজ
17. অভ্যাস ও সাধনা
18. মানুষের মধ্যে ঈশ্বর
19. বিরহ বিচ্ছেদ
20. একলা থাকা
21. কথা নয়—কাজ
22. রাষ্ট্র-পরিচালন
23. বিধাতার অনাগত বিধান
24. বিষয়-সুখ ও আত্মপ্রসাদ
25. রাজশক্তি ও আত্মবল
26. বেশ ভূষা
27. প্রকৃতির অভিপ্রায়
28. মহাপ্রস্থান
29. আত্মশক্তির জ্ঞান ও সাধনা
30. আর কত দিন
31. স্মর্ত্তব্য কথা
32. সম্পর্কে

1. এপিক্‌টেটসের উপদেশ
2. সম্পর্কে

এপিক্‌টেটসের উপদেশ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সান্যাল এণ্ড কোং

এপিক্‌টেটসের উপদেশ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

কলিকাতা
২৫ নং রায়বাগান স্ট্রীট, ভারত-মিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা।
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৩১৪

মুল্য আট আনা।

ভূমিকা।

এপিক্‌টেটাস্ ষ্টোয়িক সম্প্রদায়ের একজন প্রখ্যাত সাধক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা। ইনি মুখে-মুখে উপস্থিত মত যে সকল উপদেশ দিতেন তাহাই তাঁহার শিষ্য Arrian লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ফ্রিজিয়া প্রদেশের হিয়েরোপলিস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রোম-সম্রাট নীরোর একজন প্রিয় পারিষদের ক্রীতদাস ছিলেন। প্রভু স্বীয় দাসের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। কথিত আছে, একদিন তিনি আমোদ করিয়া তাঁর দাসের পায়ে মোচড় দিতে লাগলেন। এপিক্‌টেটাস বলিলেন,—"আপনি যদি ক্রমাগত ঐরূপ করিতে থাকেন, তাহা হইলে আমার পা ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাঁহার প্রভু তবুও ক্ষান্ত হইলেন না। পা ভাঙ্গিয়া গেল। এপিক্‌টেটাস অবিচলিত চিত্তে ও প্রশান্তভাবে শুধু এই কথা বলিলেন:—"আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, এরূপ করিলে আমার পা ভাঙ্গিয়া যাইবে।" এ গল্পটি কতদূর সত্য তাহা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু তিনি যে খঞ্জ ছিলেন তাহা তাঁহার উপদেশ হইতেই অবগত হওয়া যায়। রোমের প্রসিদ্ধ ষ্টোয়িক আচার্য্য Musonius Rufus তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। এই সকল ষ্টোয়িক আচার্য্যগণ নির্ভয়ে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিতেন বলিয়া সম্রাট্ Domitian ৯৪ খৃষ্টাব্দে, একটা রাজবিধি ঘোষণা করিয়া তাঁহাদিগকে রোম-নগরী হইতে বহিস্কৃত করেন। বোধ হয় সেই সময়ে এপিক্‌টেটাসও দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রোমে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিতেন। এই পরোয়ানা জারী হইবার পর, তিনি নিকোপোলিস্ নগরে গিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। এইখানেই তিনি জীবনের শেষভাগ বার্ধক্য পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন; এবং এইখানে তিনি যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই Arrian লিপিবদ্ধ করিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছেন।

তাঁহার উপদেশের মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে ষ্টোয়িক-সম্প্রদায়ের মতামত ও বৃত্তান্ত কিছু জানা আবশ্যক। জিনো-ষ্টোয়িক দর্শনের স্রষ্টা। তাঁহার জন্মভূমি সাইপ্রস্। তিনি "ষ্টোয়া"তে—অর্থাৎ একটা চিত্রিত খিলান-পথে বসিয়া উপদেশ দিতেন বলিয়া তাঁহার সম্প্রদায় "ষ্টোয়িক" নামে অভিহিত হয়। জিনোর পরে, Chrysippus ও Cleanthes এই দুই প্রখ্যাত আচার্য্য, ষ্টোয়িক-দর্শনকে পরিপুষ্ট করেন। জিনো খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েন। ইহার কিছু পূর্ব্বে অ্যালেকজাণ্ডারপ্রমুখ গ্রীকগণ ভারতভূমির সংস্পর্শে আইসেন। তাই এই সময়ে, গ্রীক দর্শনের উপর প্রাচ্য প্রভাব যে কতকটা প্রকটিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। ইহারই পূর্ব্বে Pyrrho হিন্দু-তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নবাদ ও মায়াবাদ গ্রীসে প্রচার করেন। ষ্টোয়িকরা এই মতের বিরোধী হইলেও উহার প্রভাব উঁহারা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

তাই এপিক্‌টেটাসের উপদেশে বেদান্তের যেন একটু ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃতির পথ অনুসরণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে—ইহাই ষ্টোয়িকদিগের বীজমন্ত্র। কিন্তু "প্রকৃতি" কাকে বলে? তত্ত্বজিজ্ঞাসুর হৃদয়ে ও বিবেক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের ইচ্ছারূপে যাহা প্রকাশ পায়, এবং শ্রদ্ধা হৃদয়ে জীবনের ঘটনা সকল পরীক্ষা করিলে, ঐ ঐশী ইচ্ছা সম্বর্য যে সদ্ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকেই ষ্টোয়িকরা "প্রকৃতি" বলেন।

ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে এপিক্‌টেটাসের সার কথা এই:— মৃত্যু প্রভৃতি যে সকল ঘটনা অনিবার্য্য, যাহা আমাদের আয়ত্তাধীন নহে, তাহাকে শুভও বলা যায় না, অশুভ ও বলা যায় না। যাহা আমাদের ইচ্ছার অধীন তাহার উপরেই আমাদের শুভাশুভ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, প্রকৃত সুখদুঃখ নির্ভর করে। অতএব যাহা অনিবার্য্য, অপরিহার্য্য—তাহা অবিচলিত চিত্তে ও অকাতরে সহ্য করিতে হইবে; এবং আমাদের বিবেকবুদ্ধি আমাদিগকে যে পথে যাইতে বলিবেন, ইচ্ছাশক্তির বলে দৃঢ়তার সহিত সেই পথ অনুসরণ করিতে হইবে। এপিক্‌টেটাসের নীতিপদ্ধতি, ধর্ম্মের উপর—ঈশ্বরভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এপিক্‌টেটাসের নীতিবাদে অদৃষ্ট ও পুরুষকারের সুন্দর সমন্বয় লক্ষিত হয়। এপিক্‌টেটাসের উপদেশ শুষ্ক জ্ঞানের উপদেশ নহে, আচরণের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ যোগ। শুধু কথা নহে—তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ জীবনে পরিণত করিতে হইবে—ইহাই তিনি বারবার বলিয়াছেন।

আমাদের এই দৈন্যদশার দিনে, দাসত্বের দিনে, দুর্ভিক্ষ মারীভয়ের দিনে, রাজভয়ের দিনে, যদি আমরা এপিক্‌টেটাসের উপদেশ অনুসারে চলি তাহা হইলে, শোক তাপে সান্ত্বনা পাইব, বিপদে বল পাইব, মৃত্যুভয়কে জয় করিয়া নির্ভয় হইব—এই বিশ্বাসে আমি এপিক্‌টেটাসের উপদেশের সার সংকলন করিয়া বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিলাম।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা
তত্ত্বজ্ঞানের আরম্ভ	১
স্বাভাবিক সংস্কার ও বিবেকবুদ্ধি	৫
তত্ত্বজ্ঞানের পথ	১১

নব-শিক্ষার্থীর প্রতি	১৫
আত্মোন্নতির তিনটি ধাপ	১৮
জীবনের খেলা	২১
ভয় ও অভয়	২৬
যেমনটি তাই	৩০
জ্ঞানী ও অজ্ঞানের ভয়	৩৩
জীবন-সাগরে যাত্রা	৩৫
প্রত্যর্পণ	৩৫
কোন পথে সুখ	৩৬
কর্ত্তব্য	৩৯
যার যে কাজ	৪০
অভ্যাস ও সাধনা	৪১
মানুষের মধ্যে ঈশ্বর	৪৬
বিরহ বিচ্ছেদ	৫১
একলা থাকা	৫৮
কথা নয়—কাজ	৬১
রাষ্ট্র-পরিচালন	৬২
বিধাতার অনাগত বিধান	৬৪
বিষয়-সুখ ও আত্মপ্রসাদ	৬৫
	৬৬

রাজশক্তি ও আত্মবল

বেশ ভূষা ৭২

প্রকৃতির অভিপ্রায় ৭৬

মহাপ্রস্থান ৭৭

আত্মশক্তির জ্ঞান ও সাধনা ৭৯

আর কত দিন ৭৯

স্মর্ত্তব্য কথা ৮০

এপিক্‌টটসের উপদেশ

তত্ত্বজ্ঞানের আরম্ভ।

১। ভাল হইতে চাও তো আগে আপনাকে মন্দ বলিয়া বিশ্বাস কর।

২। যাহারা প্রকৃত উপায়ে, তত্ত্বজ্ঞানে যথারীতি প্রবেশ করিতে চাহে, অন্ততঃ তাহাদের জানা উচিত যে, নিজের দুর্ব্বলতা ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অর্জ্জনে নিজের অক্ষমতা হৃদয়ঙ্গম করাই তত্ত্বজ্ঞানের আরম্ভ।

৩। পৃথিবীতে যখন আমরা ভূমিষ্ঠ হই, তখন জ্যামিতির সম কৌণিক ত্রিভুজ, সঙ্গীতের কোমল অতিকোমল স্বর—এ সকল বিষয় সম্বন্ধে আমাদের কোন সহজ স্বাভাবিক ধারণা থাকে না, পরন্তু বিদ্যার ধারাবাহিক শিক্ষার ফলেই আমরা পরে ঐ সব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি। আর দেখ, যাহারা ঐ সকল বিষয় কিছুই জানে না, তাহারা জানে বলিয়া মনেও করে না। কিন্তু ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য—এমন কে আছে যে এই সকল বিষয়ের স্বাভাবিক সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ না করে? এইরূপে, আমরা সকলেই ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করি, এবং প্রত্যেক বিষয়ের সহিত, ঐ স্বাভাবিক সংস্কারগুলি যাহাতে থাপ খায়, তাহার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকি। "অমুক লোক ভাল কাজ করিয়াছে," "ঠিক্ করিয়াছে," "ঠিক্ করে নাই," "অমুক লোক সৎ" "অমুক লোক অসৎ"—আমাদের মধ্যে কে আছে যে এই সকল কথা ব্যবহার না করে? এমন কে আছে যে এই সকল কথা ব্যবহার করিবার জন্য জ্যামিতি কিম্বা সঙ্গীতের ন্যায় শিক্ষার অপেক্ষা রাখে? তাহার কারণ এই যে, আমরা ঐ সকল বিষয়ে যেন পূর্ব্ব-হইতেই শিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করি; এবং গোড়ায় ঐ সকল সংস্কার লাভ করিয়া, আমরা পরে উহাতে আমাদের কতকগুলি নিজের মতামত যোগ করিয়া দেই।

যদি কাহাকে বলা যায়, তোমার এই কাজটি করা ভাল হয় নাই সে হয় তো বলিবে "কেন, ভাল মন্দ কাহাকে বলে আমি কি তাহা জানি না?—এ সম্বন্ধে আমার কি ধারণা নাই?"

—"হাঁ, তোমার ধারণা আছে সত্য।"

—"আর, ঐ ধারণা আমি কি প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ে প্রয়োগ করি না?"

—"হাঁ, তুমি প্রয়োগ করিয়া থাক।"

—"আমি কি তবে ঠিক্‌মতো প্রয়োগ করি না?"

এইখানেই আসল প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। এবং এইখানেই নিজের কল্পিত মতামত প্রবেশ করিবার অবসর পায়। সর্ব্ববাদি-সম্মত তাহা হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া, ভ্রান্ত প্রয়োগের দ্বারা আমরা বাদবিসম্বাদের বিষয়ে অবতরণ করি। "তোমরা মনে করিতেছ, তোমাদের স্বাভাবিক সংস্কারগুলি, প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ে তোমরা ঠিকমতো প্রয়োগ করিয়া থাক; আচ্ছা, তোমাদের এইরূপ বিশ্বাসের যে সকল বিষয় হেতু কি?"

—"কারণ, আমার মনে হইতেছে, ইহা ঠিক্।"

—"কিন্তু আর একজনের যে অন্যরূপ মনে হইতে পারে, তাহার কি করিলে? সেও কি তাহার প্রয়োগটি ঠিক্ বলিয়া মনে করিতেছে না?"

—"হাঁ, সে ঠিক বলিয়াই মনে করিতেছে।"

—"আচ্ছা তবে, যে সব বিষয়ে তোমাদের মত পরস্পর-বিরোধী, সেই সব বিষয়ে তোমরা উভয়েই কি তোমাদের সংস্কার গুলি ঠিকমতো প্রয়োগ করিয়াছ?"

—"না, তাহা হইতে পারে না।"

—"তবে, তুমি এমন কিছু কি দেখাইতে পার যাহা তোমার মনে হওয়া অপেক্ষা আরও কিছু বেশি?" একজন পাগল ও তো বলে, সে যাহা মনে করিতেছে তাহাই ঠিক্। তাহার পক্ষেও কি এই মনে হওয়ার যুক্তিটি যথেষ্ট?"

—"না যথেষ্ট নহে।"

—"এখন কথা হইতেছে, যাহা "মনে হওয়া"রও উপরে—সেটি কি?"

৪। এখন তবে দেখ, তত্ত্বজ্ঞানের আরম্ভ কোথায়। কি করিয়া মনুষ্যগণ পরস্পর-বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করে, কোথা হইতে এই পরস্পরবিরোধিতা উৎপন্ন হয়, মতমাত্রই বিশ্বাসযোগ্য কি না, এই সমস্ত সম্যরূপে দর্শন করাই দর্শনশাস্ত্রের আরম্ভ। যাহা মনে হইতেছে তাহা ঠিক্ কি না, এবং আমরা যেমন তুলাদণ্ডের দ্বারা ওজন ঠিক্ করি, ওলন-সূতার দ্বারা সোজা বাঁকা স্থির করি, সেইরূপ এই স্বাভাবিক সংস্কারের প্রয়োগসম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে কি না, তাহারই অনুসন্ধান করা তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম সোপান। যাহা আমার মনে হয়, তাহাই কি ঠিক্? কিন্তু তাহা হইলে, যে সকল বিষয় পরস্পর-বিরোধী তাহারা সকলই কেমন করিয়া ঠিক্ হইতে পারে?

—"যাহা মনে হয়, তাহাই ঠিক, এ কথা আমি বলিতেছি না। ঠিক্ বলিয়া যাহা আমার বিশ্বাস হয়, তাহাই ঠিক্।"

"তোমার ঠিক্ বলিয়া যাহা মনে হইতেছে, ঠিক্ তাহার উল্টা বিশ্বাস অন্যের মনে হইতে পারে। অতএব, "মনে হওয়া" আর "বাস্তবিক হওয়া" সকলের পক্ষে সমান কথা নহে। দেখ, ওজন কিম্বা মাপের সময় আমরা "মনে হওয়া"র উপর নির্ভর করি না—তাহাতে সন্তুষ্ট হই না। পরন্তু উভয় স্থলেই, আমরা একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ করি। তবে কি শুধু তত্ত্বজ্ঞানের সম্বন্ধেই "মনে হওয়া"-ছাড়া আর কোন নিয়ম নাই? আর, একি কখন সম্ভব, যাহা মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তাহার কোন প্রমাণ নাই—আবিষ্কারেরও কোন উপায় নাই। অবশ্যই তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে—প্রমাণ আছে। সেই নিয়ম কি, বাহির করিতে চেষ্টা কর। তাহা

বাহির করিতে পারিলে সকল প্রকার পাগ্‌লামি ঘুচিয়া যাইবে। তাহা হইলে "মনে হওয়া"র ভ্রান্তি-প্রবণ মানদণ্ডে আর আমরা বস্তু-সমূহের পরিমাপ করিব না।

৫। আমরা এখন কোন্ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছি?— সুখের? আচ্ছা, উহাকে তবে সেই নিয়মের হাতে সমর্পণ কর—সেই তৌলদণ্ডে তাহাকে স্থাপন কর।

—"আচ্ছা, শ্রেয় এমন একটি জিনিস কি না, যাহার উপর নির্ভর করা আমাদের কর্ত্তব্য।"

—"নিশ্চয়ই শ্রেয়ের উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য।"

—"আর শ্রেয়কে বিশ্বাস করা উচিত কি না?"

—"হাঁ, বিশ্বাস করা উচিত।"

—"আচ্ছা, যাহা অস্থায়ী তাহার উপর আমরা নির্ভর করিতে পারি কি না?"

—"না, পারি না।"

—"আচ্ছা, সুখের কি কোন স্থায়িত্ব আছে?"

—"না, স্থায়িত্ব নাই।"

আচ্ছা তবে সুখকে অর্থাৎ প্রেয়কে শ্রেয়ের স্থান হইতে সরাইয়া ফেলিয়া তৌলদণ্ড হইতে দূরে নিক্ষেপ কর। কিন্তু যদি তোমার চক্ষের দৃষ্টি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হয়, একটি তৌলদণ্ডকে যদি যথেষ্ট মনে না কর, তাহা হইলে আর একটি তৌলদণ্ড গ্রহণ কর।

—"যাহা শ্রেয় তাহাতেই আনন্দলাভ করা ঠিক কি না?"

—"হাঁ, তাহাই ঠিক্।"

—"আর, সুখের সামগ্রীতে আনন্দলাভ করা কি ঠিক্?"

এই সকল বিষয় তৌলদণ্ডে ভাল করিয়া ওজন করিয়া তবে উত্তর দিও।

নিয়মটি যদি তোমার হস্তগত হয়, তাহা হইলে এই সকল বিষয়ের বিচার করা —পরিমাপ করা তোমার পক্ষে সহজ হইবে।

এই নিয়ম-সকল পরীক্ষা করা,—স্থাপন করাই তত্ত্ববিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং এই নিয়মগুলি আবিষ্কৃত হইলে, তাহা জীবনে ব্যবহার করাই তত্ত্বজ্ঞানী সাধু জনের কাজ।

স্বাভাবিক সংস্কার ও বিবেক বুদ্ধি।

স্বাভাবিক সংস্কারগুলি মনুষ্যমাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি এবং উহা সর্ব্ববাদি-সম্মত; উহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় না। কেন না, আমাদের মধ্যে কে না স্বীকার করে, যাহা শ্রেয় তাহাই উপাদেয় এবং শ্রেয়কেই বরণ করা—অনুসরণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। তবে, কোন্ স্থলে পরস্পরবিরোধিতা উপস্থিত হয়?—সেই সময়েই উপস্থিত হয় যখন আমরা ঐ স্বাভাবিক সংস্কারগুলিকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রয়োগ করিতে যাই।

আচ্ছা, শিক্ষা তবে কাহাকে বলে? প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া, এই স্বাভাবিক সংস্কারগুলিকে, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করাই প্রকৃত শিক্ষা;—তা-ছাড়া, এইটি নির্ণয় করা যে, কোন্ কোন্ বস্তু আমাদের আয়ত্তাধীন এবং কোন্ কোন্ বস্তু আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। আমাদের ইচ্ছা এবং আমাদের ইচ্ছাকৃত কার্য্যই আমাদের আয়ত্তাধীন। বাহ্য বস্তু ও আমাদের বাহ্য অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। তাহার উপর আমাদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে না। আমাদের যাহা আয়ত্তাধীন—আমাদের সেই ইচ্ছার উপরেই আমাদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়াই আমরা শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হই; প্রবৃত্তি আমাদিগকে স্বার্থসাধনের দিকে—অস্থায়ী হীন সুখের দিকে—প্রেয়ের দিকেই লইয়া যায়। স্বার্থসাধন কিম্বা প্রেয়ই যদি আমাদের জীবন-পথের নিয়ন্তা হয়, তাহা হইলে শেষে আমরা কোথায় গিয়া দাঁড়াইব? জমি রাখা যদি আমার স্বার্থ হয়, তাহা হইলে সেই জমিটুকু আমার প্রতিবাসীর নিকট হইতে হরণ করিয়া লওয়া ও আমার স্বার্থ হইবে। যদি একখণ্ড বস্ত্রে আমার সার্থসাধন হয়, উহা চুরি করিয়া আনাও আমার আমার স্বার্থের অনুযায়ী হইবে। এইজন্যই পৃথিবীতে এত যুদ্ধ বিগ্রহ, বিদ্রোহ বিপ্লব, প্রজাপীড়ন ও ষড়যন্ত্র। পার্থিব সুখ দুঃখের উপরেই যদি আমার শুভাশুভ নির্ভর করে, তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রতি আমার মনকে প্রকৃত পথে রাখিব কি করিয়া? কারণ, আমি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হই, দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করি, তা হলেই আমি বলিব, ঈশ্বর আমাকে অবহেলা করিতেছেন। বাহ্য বিষয়ের উপরেই যদি শ্রেয়ের প্রকৃতি ও শ্রেয়ের শ্রেয়ত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রতি তো আমাদের মনের ভাব এইরূপই হইবে। অতএব, ঐহিক সুখ-দুঃখের উপর আমাদের শুভাশুভ নির্ভর করে না, আমাদের যাহা আয়ত্তাধীন সেই ইচ্ছার প্রয়োগের উপরেই আমাদের প্রকৃত শুভাশুভ নির্ভর করে।

আমাদের যতগুলি মনোবৃত্তি আছে, তন্মধ্যে একটি মনোবৃত্তি আপনাকে আপনি আলোচনা করিয়া থাকে;—আপনাকে আপনি ভাল বলে, কিম্বা মন্দ বলে। এইরূপ আত্মদৃষ্টি কি ব্যাকরণের আছে?— না, ব্যাকরণ শুধু শব্দ সম্বন্ধেই বিচার করিতে পারে। আর সঙ্গীত?— সঙ্গীত শুধু স্বর-সম্বন্ধেই বিচার করিতে পারে। ঐ উভয়ের মধ্যে কোনটিই কি আপনাকে

আপনি আলোচনা করিতে পারে?—না, কোনটিই তাহা পারে না। তোমার বন্ধুকে যখন পত্র লেখা প্রয়োজন হয়, তখন ব্যাকরণ বলিয়া দেয়, কি করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইবে। সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাহাই। এখন তোমার পত্র লেখা উচিত, কি উচিত নহে; গাওয়া উচিত কি বাজানো উচিত, এ সমস্ত কথা ব্যাকরণ কিম্বা সঙ্গীত বলিয়া দিতে পারিবে না। তবে, কে বলিয়া দিবে? তোমার সেই মনোবৃত্তিই বলিয়া দিবে যে আপনাকে আপনি আলোচনা করে এবং অন্য সকল বিষয়েরও আলোচনা করিয়া থাকে। সেটি বিবেক-বুদ্ধি। বিবেক-বুদ্ধি ছাড়া আর কোনও বৃত্তিই আপনাকে আপনি আলোচনা করিতে পারে না। অর্থাৎ সে নিজে কি পদার্থ, সে নিজে কি করিতে সমর্থ, তাহার মূল্য কি—এই সব বিষয়ে অন্য বৃত্তি আলোচনা করিতে পারে না। এবং এই বৃত্তি যেমন আপনাকে আপনি আলোচনা করে, সেইরূপ অন্য বস্তুসম্বন্ধেও আলোচনা করিয়া থাকে। কোন একটি সোণার জিনিস যে সুন্দর, সে আর কে বলিতে পারে? সোণার জিনিস্‌টি নিজে তো তাহা বলিয়া দেয় না। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ঐ বৃত্তি বহির্বিষয়েও প্রযুক্ত হয়। ব্যাকরণসম্বন্ধে, সঙ্গীতসম্বন্ধে, অন্যান্য মনোবৃত্তি সম্বন্ধে তবে কে বিচার করিয়া থাকে? কে তাহাদের প্রয়োগ-স্থল সকল সপ্রমাণ করিয়া দেয়? কোন্‌টি কোন্ সময়ের উপযোগী কে তাহা বলিয়া দেয়?—সে বিবেক-বুদ্ধি ছাড়া আর কেহ নহে।

ঈশ্বর এই বিবেক-শক্তিকেই আমাদের আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছেন, ইহার দ্বারাই আমরা বাহ্য বিষয়ের যথাযথ ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু অন্য বিষয় সকল আমাদিগের আয়ত্তাধীন নহে। বাহ্য বস্তু সকল আমাদের রক্তমাংসের সহিত জড়িত হইয়া আছে, উহারা আমাদিগকে বাধা দিবে না তো কি? এ শরীর তো এক প্রকার পেলব মৃৎপিণ্ড বিশেষ। তাই দেবতারা বলেন, শরীরকে তোমার আয়ত্তাধীন করিয়া দিতে পারি নাই বটে, কিন্তু আমাদের নিজের অংশ তোমাকে দিয়াছি।

সেটি কি?—নির্ব্বাচন করা, গ্রহণ কিংবা না গ্রহণ করা, অনুসরণ কিংবা পরিহার করা—অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে গেলে-বাহ্য বিষয়ের যথাযথ ব্যবহার করিবার শক্তি তোমাকে আমি দিয়াছি। এই শক্তিকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর, এই শক্তিকেই তোমার নিজস্ব করিয়া ব্যবহার কর; তাহা হইলে আর বাধা পাইবে না, ভারগ্রস্ত হইবে না, অনুশোচনা করিতে হইবে না, কাহারো নিন্দা বা স্তুতি করিতে হইবে না। এ দানটি কি সামান্য দান? ইহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমরা ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি। যে একটি বিষয় আমাদের আয়ত্তাধীন তাহাই যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা—তাহাতেই আসক্ত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা নানা বিষয়ে আপনাকে আবদ্ধ করি। দারা সুত ধন জনে আমরা আসক্ত হইয়া পড়ি। এবং এইরূপে ভারগ্রস্ত হইয়া আমরা রসাতলের দিকে আকৃষ্ট হই। যদি পাড়ি দিবার মতো বাতাস না থাকে, আমরা নিরাশ হইয়া ক্রমাগত

বাতাসের জন্য সতৃষ্ণভাবে প্রতীক্ষা করি। এখন উত্তরে বাতাস বহিতেছে; তাহাতে আমাদের কি আসে-যায়? পশ্চিমে বাতাস কখন্ বহিবে?—পবন-দেবের যখন কৃপা হইবে। বাতাসের কর্ত্তা তো তুমি নও—সে পবন-দেব। তবে এখন আমরা কি করিব? যাহা আমাদের নিজস্ব বস্তু তাহারই কিসে উন্নতি হয়,—সদ্ব্যবহার হয় তাহারই চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এবং ঈশ্বর যাহার যেরূপ প্রকৃতি দিয়াছেন তদনুসারেই অন্য বস্তু সকলের ব্যবহার করাই তাহার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত।

শরীর যেরূপ বৈদ্যের প্রয়োগ স্থল, ভূমি যেরূপ কৃষকের প্রয়োগস্থল, এই বিবেক-বুদ্ধি সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী সাধুজনের প্রয়োগস্থল অর্থাৎ সাধনক্ষেত্র। এবং প্রত্যেক পদার্থকে স্বকীয় প্রকৃতির অনুসারে ব্যবহার করাই তাঁহাদের কাজ। যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করা, যাহা মন্দ তাহা পরিত্যাগ করা, এবং যাহা অনিশ্চিত তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকা,—ইহাই আত্মা মাত্রেরই প্রকৃতি; বিক্রেতার হস্তে উচিত মূল্যস্বরূপ দেশের প্রচলিত মুদ্রা অর্পণ করিলেই সে যেরূপ ক্রেতাকে তাহার বিনিময়ে অভিলষিত পণ্য দ্রব্য প্রদান করিতে বাধ্য, সেইরূপ আত্মার নিকটে শ্রেয় উপস্থিত হইলেই, আত্মা তাহাকে না গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারে না। আমাদের ইচ্ছাকে কিরূপ প্রয়োগ করি, কোন্ দিকে লইয়া যাই তাহার উপরেই আমাদের মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করে। তবে আমরা অন্য বিষয়ের জন্য কেন এত উদ্বিগ্ন হই? যাহা তোমার আয়ত্তাধীন—যাহা তোমার নিজস্ব ধন তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাক, যাহা তোমার আয়ত্তাধীন নহে,—যাহা তোমার নিজস্ব নহে তাহাতে লোভ করিও না— তাহাতে আসক্ত হইও না। ভক্তি সে তোমার—শ্রদ্ধা সে তোমার— তাহা হইতে কে তোমাকে বঞ্চিত করিতে পারে—যদি তুমি নিজে ইচ্ছা করিয়া আপনি তাহা হইতে বঞ্চিত না হও? যাহা তোমার নিজস্ব নহে তাহাতে আসক্ত হইলে, তুমি কেবল তাহাতে বাধা পাইবে, ভারগ্রস্ত হইবে, উদ্বিগ্ন হইবে, পরিতাপ করিবে, ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি দোষারোপ করিবে। কিন্তু তাহাতে তুমি যদি আসক্ত না হও, তাহা হইলে তোমাকে কেহই বাধা দিতে পারিবে না, তোমার উপর কেহ বল প্রকাশ করিতে পারিবে না, কেহ তোমার হানি করিতে পারিবে না, কেহ তোমার শত্রু থাকিবে না, কাহা হইতেও তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। কিন্তু ইহা সাধনার বিষয়—ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে কতকগুলি পদার্থ তোমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কতকগুলি নীচ উদ্দেশ্য বিসর্জ্জন করিতে হইবে। যদি মুক্তি চাও, মঙ্গল চাও, তাহা হইলে নীচ সুখ ও নীচ স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। যদি কোন বস্তু কঠোর বলিয়া তোমার নিকট প্রতীয়মান হয়—তখনই সেই বস্তুকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপ বলিতে অভ্যাস। করিবে: "তোমাকে যাহা মনে হইতেছে, আসলে তুমি তাহা নও।" তাহার পর, তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে; বিশেষতঃ দেখিবে, উহা তোমার আয়ত্তাধীন কিম্বা আয়ত্তাধীন নহে। যদি উহা তোমার

আয়ত্তাধীন না হয়, তাহা হইলে এইরূপ মনে করিবে: “উহা যখন আমার নিজস্ব নহে—উহাতে আমার কিছুই আইসে-যায় না।”

তত্ত্বজ্ঞানের পথ।

একদা, কোন একজন রোমবাসী স্বীয় পুত্র-সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিয়া, এপিক্‌টেটসের উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিল। এপিক্‌টেটস্ বলিলেন "এইরূপ আমার উপদেশ-পদ্ধতি"; এবং এই কথা বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু আগন্তুক ব্যক্তি যখন তাঁহাকে আবার উপদেশ দিতে অনুরোধ করিল, তখন তিনি আবার এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

যাহারা অশিক্ষিত ও অপটু, তাহারা যখন কোন বিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রথম আরম্ভ করে, তখন তাহাদের নিকট উহা অত্যন্ত ক্লান্তিজনক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সেই বিদ্যার দ্বারা যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহার প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার্য্যতা তৎক্ষণাৎ সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে, এবং সেই সকল সামগ্রীর মধ্যে প্রায়ই এমন কিছু থাকে, যাহা চিত্তাকর্ষক ও প্রীতিজনক। কোন চর্ম্মকার যখন পাদুকা নির্ম্মাণ করে, তখন যদি কেহ সেখানে দাঁড়াইয়া দেখে, তখন তাহা দেখিয়া তাহার সুখ হয় না; কিন্তু বাস্তব পক্ষে পাদুকা একটি কাজের জিনিস; এবং উহা তৈয়ারি হইয়া গেলে, দেখিতেও মন্দ লাগে না। এইরূপ ছুতার-মিস্ত্রীরও কাজ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখা অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু কাজটি শেষ হইলে, তাহার প্রয়োজনীয়তা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি হয়। সঙ্গীত-শিক্ষা সম্বন্ধে এই কথাটি আরও খাটে। সঙ্গীত-শিক্ষার উপদেশ শোনা অত্যন্ত কষ্টকর; কিন্তু সঙ্গীত কাহার না ভাল লাগে?—অশিক্ষিত ব্যক্তিরও ভাল লাগে। যিনি তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করেন, তাঁহারও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে; এমন করিয়া সমস্ত বাহ্য ঘটনার সহিত ইচ্ছাকে খাপ্ খাওয়াইতে হইবে, যাহাতে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ঘটনা না হয়, অথবা যাহা আমি ইচ্ছা করিব তাহা ছাড়া আর কিছু ঘটিতে না পায়। এই শিক্ষা ও সাধনার ফলে তত্ত্বজ্ঞানী যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই প্রাপ্ত হন, এবং যাহা ইচ্ছা করেন না তাহা পরিহার করিতে পারেন। এইরূপে তিনি বিনা কষ্টে, বিনা ভয়ে, বিনা উদ্বেগে জীবন যাপন করেন। এই তো তত্ত্বজ্ঞানীর কাজ। কিন্তু এখন কথা হইতেছে, এই কাজটি কি উপায়ে সংসাধিত হইতে পারে?

২। ছুতার-মিস্ত্রী যে ছুতার-মিস্ত্রী হয়, সে একটা কিছু শিখিয়াই হয়; নাবিক যে নাবিক হয়, সেও একটা কিছু শিখিয়া তবে হয়। তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষেও কি সে কথা খাটে না? আমরা ভাল হইব, জ্ঞানী হইব—ইহা কি শুধু ইচ্ছা করিলেই হয়?—না, তাহার জন্য একটা-কিছু বিশেষ শিক্ষা চাই—সাধনা চাই? এখন তবে দেখা যাক্ প্রথমে আমাদের কি শিক্ষা করিতে হইবে।

৩। তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, সর্ব্বাগ্রে এই কথাটি জানা আবশ্যক যে, ঈশ্বর আছেন, তিনি সকল পদার্থেরই তত্ত্বাবধান করেন; তাঁহার নিকট হইতে—কি

কার্য্য, কি চিন্তা, কি কামনা—কিছুই গোপন করা যায় না। তাহার পর জানিতে হইবে দেবতাদের প্রকৃতি কি। দেবতাদের প্রকৃতি যেরূপ অবধারিত হইবে, যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবা ও তুষ্টিসাধন করিয়া, ভক্তজন তাঁহাদের অনুরূপ হইবার চেষ্টা করিবেন। যদি দেবতা সত্যনিষ্ঠ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারও সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। যদি তিনি মুক্ত হন, তাহলে তাঁহাকেও মুক্ত হইতে হইবে; যদি তিনি শুভঙ্কর হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকেও শুভঙ্কর হইতে হইবে; যদি তিনি মহানুভব হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকেও মহানুভব হইতে হইবে। এইরূপে দেবতার সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিয়া, তিনি সেই ভাবের অনুরূপ কথা কহিবেন ও কার্য্য করিবেন।

৪। আচ্ছ। তবে, কোথা হইতে প্রথম আরম্ভ করা যাইবে? আমি বলি, প্রথমে বাক্যের অর্থের প্রতি মনোযোগী হও।

—"তবে কি বাক্যার্থ আমি বুঝি না?"

—"না, তুমি বোঝো না।"

—"কি করিয়া তবে আমি বাক্য ব্যবহার করি?"

অশিক্ষিতেরা যেরূপ লিখিত বাক্য ব্যবহার করে, কিম্বা গোমহিষেরা যেরূপ বাহ্য পদার্থ সকল ব্যবহার করে, তুমিও সেইরূপ করিয়া বাবহার করিয়া থাক। কারণ, ব্যবহার এক জিনিস, আর বুঝা আর এক জিনিস। তুমি যদি মনে কর, বাক্যার্থ তুমি বুঝ—ভাল, কোন একটা কথা লইয়া দেখা যাক্, তুমি উহার অর্থ বুঝ কি না। কিন্তু তোমার মতো বৃদ্ধের পক্ষে হার-মানা কষ্টকর হইবে। আমি ইহা বিলক্ষণ জানি, তুমি এইখানে এইভাবে আসিয়াছ, যেন তোমার কিছুই অভাব নাই। হাঁ, তুমি মনে করিতেছ, তোমার কিসের অভাব। তোমার ধন ঐশ্বর্য্য আছে, সন্তান-সন্ততি আছে, হয়তো পত্নীও আছে, অনেক দাসদাসীও আছে; সীজার তোমাকে জানেন, রোমে তোমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে; যথাযোগ্যরূপে তুমি তোমার অধীনজনদিগকে দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া থাক—ভাল যে করে তাহার ভাল কর, মন্দ যে করে তাহার মন্দ কর। আর তোমার চাই কি? এখন তোমাকে যদি আমি দেখাইয়া দিই, প্রকৃত সুখের জন্য তোমার যে সকল বস্তু নিতান্ত আবশ্যক, তাহা তোমার কিছুই নাই; এবং যাহা তোমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, কেবল সেইগুলিই ছাড়া আর অন্য সমস্ত বস্তু এতাবৎকাল তুমি অনুসরণ করিয়াছ; ঈশ্বর কি পদার্থ, মানুষ কি পদার্থ, ভাল কাহাকে বলে, মন কাহাকে বলে, তাহা তুমি জান না; এই সমস্ত যদি তোমাকে দেখাইয়া দি, তাহা হইলে তোমার অসহ্য হইবে; যদি আমি অপর বস্তু সম্বন্ধে বলি, তুমি কিছুই জান না, তাহাও বরং তোমার সহ্য হইবে; কিন্তু যদি বলি, তুমি আপনাকে আপনি জান না, তাহা তোমার কখনই সহ্য হইবে না; তাহা হইলে তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইবে। কিন্তু ইহা বলিয়া আমি কি তোমার কোন অনিষ্ট করিলাম? একজন কুৎসিৎ ব্যক্তির সম্মুখে দর্পণ ধরিলে কি তাহার অনিষ্ট

করা হয়? একজন চিকিৎসক যখন কোন রোগীকে বলেন, "বাপু, তুমি কি মনে করিতেছ তোমার পীড়া হয় নাই? আমি দেখিতেছি, তোমার জ্বর হইয়াছে। আজ কিছু আহার করিও না; শুধু একটু জল খাইয়া থাকিও"—এই কথায় কোন রোগী তো বলে না, "তুমি আমাকে অপমান করিলে।" কিন্তু যদি কাহাকে বলা যায়, "তোমার চেষ্টাসকল চিত্তদহন-কারী, তোমার পরিত্যক্ত বিষয়গুলি নীচতা-সূচক, তোমার উদ্দেশ্য সকল নীতি-বিরহিত; তোমার হৃদয়ের আবেগসমূহ প্রকৃতির সহিত মিল হয় না; তোমার মতামত-সকল শূন্যগর্ভ ও মিথ্যা—তাহা হইলে তখনই সে বলিয়া উঠিবে—"ঐ ব্যক্তি আমাকে অপমান করিয়াছে।"

৫। কোন একটা বৃহৎ মেলায়, লোকেরা যেরূপভাবে কাজ করে, আমরাও সংসারে সেইরূপ ভাবে কাজ করিয়া থাকি। মেলায় গো মেষাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। অধিকাংশ লোকেই কেহ বা কিনিতে আইসে, কেহ বা বেচিতে আইসে। শুধু মেলা দর্শনের জন্য অতি অল্প লোকেই আসিয়া থাকে। কি জন্য মেলা স্থাপিত হইয়াছে, কে উহার স্থাপনকর্ত্তা, উহাতে কি কাজ হয়, এ সব তত্ত্ব জানিবার জন্য অতি অল্প লোকেই আইসে। এই ভব-মেলাতেও তাহাই হইয়া থাকে। গোমেষাদির ন্যায় কেহ কেহ কেবল ঘাস-দানা খাইতেই ব্যাপৃত। যাহারা শুধু ধন জন ঐশ্বর্য্যই ভোগ করে তাহারা গোমেষাদির ন্যায় শুধু ঘাস-দানা খায় না তো আর কি। শুধু দর্শন-সুখ লাভ করিবার জন্য অতি অল্প লোকেই আইসে; সংসার কি পদার্থ, সংসারের কর্ত্তা কে, এ তত্ত্ব জানিবার জন্য অতি অল্প লোকেই লালায়িত। কোন ক্ষুদ্র রাজ্য, কোন একটি সামান্য গৃহ, কর্ত্তা ব্যতীত, তত্ত্বাবধায়ক ব্যতীত, ক্ষণকালও তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। তবে কি শুধু এই মহা বিশ্বনিকেতনটি দৈবের দ্বারা, আকস্মিক ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা, এমন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইতেছে? অতএব দেখা যাইতেছে জগতের একজন কর্ত্তা আছেন। কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কি?—কি করিয়া তিনি শাসন করেন? এবং আমরাই বা কি পদার্থ? এবং কি উদ্দেশেই বা আমরা সৃষ্ট হইয়াছি?—ঈশ্বরের সহিত আমাদের কি কোন বন্ধন-সূত্র আছে, না কিছুই নাই?

যে অল্পসংখ্যক লোক এই সকল তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে, সাধারণ লোকে তাহাদিগকে উপহাস করে! মেলা-ভূমিতেও, ব্যবসাদারেরা দর্শকদিগকে এইরূপই উপহাস করিয়া থাকে; এবং গোমেষাদিরও যদি চিন্তাশক্তি থাকিত, তাহা হইলে তাহারাও দর্শকদিগকে এইরূপ ভাবেই উপহাস করিত; তাহারা নিশ্চয় বলিত, এই মূর্খেরা যদি এখানে আসিয়া ঘাস-দানা উপভোগ না করিল, তবে এখানে আসিয়া করিল কি?

নব-শিক্ষার্থীর প্রতি।

এ কথা যেন স্মরণ থাকে, কোন বস্তু-বিশেষকে পাইবার জন্যই আমরা তাহার অনুসরণ করিয়া থাকি; এবং কোন বস্তুকে এড়াইবার জন্যই তাহাকে বর্জ্জন করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি শক্তির অনুসরণ করিয়াও উদ্দিষ্ট বস্তুকে প্রাপ্ত হয় না এবং যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে এড়াইতে গিয়া সেই বস্তুর মধ্যেই আবার গিয়া পড়ে, এই দুই ব্যক্তিই হতভাগ্য।

যে সকল বস্তু তোমার আয়ত্তাধীন ও প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী তাহা যদি তুমি এড়াইতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তুমি সফল হইতে পারিবে। কিন্তু যাহা তোমার আয়ত্তাধীন নহে এবং যাহা প্রকৃতিরই অপরিহার্য্য ধর্ম্ম—সেই দুঃখ কষ্ট ও মৃত্যুকে তুমি কিছুতেই এড়াইতে পারিবে না। অতএব সে চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে।

২। কোন বস্তুই হঠাৎ উৎপন্ন হয় না। এমন কি, একগুচ্ছ আঙুর ও ডুমুরফলও হঠাৎ উৎপন্ন হয় না। যদি তুমি আমাকে বল, "আমি এখনি একটি ডুমুর খাইতে চাই," তাহার উত্তরে আমি এই কথা বলিব:—"আগে ডুমুরের ফুল হোক্, তার পর তার ফল হোক্—তার পর সেই ফল পাকুক্ ইত্যাদি"। যখন দেখা যাইতেছে, সামান্য একটা ডুমুরের ফলও একেবারেই কিম্বা এক ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, তখন তুমি কি আশা করিতে পার, মানব-মনের ফল এত শীঘ্র ও এত সহজে হস্তগত হইবে? আমি যদি তোমাকে বলি, "হাঁ, হইবে"; তবুও তুমি তাহা প্রত্যাশা করিও না।

৩। মনুষ্য-জীবনের প্রকৃতিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাও বড় একটা সামান্য কথা নহে। কেন না, মানুষ কাহাকে বলে? তুমি বলিবে, যে জীব প্রাণবান্, যে মরণাধীন, যে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন সেই মানুষ। "আচ্ছা ভাল, বিবেক-বুদ্ধি আছে বলিয়া মানুষ কাহা হইতে ভিন্ন?"

—"বনের হিংস্র জন্তু হইতে"।

"আর কাহা হইতে ভিন্ন?"

—"গো-মোদি হইতে"।

তবে দেখিও, তুমি যেন হিংস্র জন্তুদিগের মত কোন কাজ করিয়ো না। কারণ, তুমি যদি সেরূপ কোন কাজ কর, তোমার মধ্যে যে মানুষটি আছে, সেই মানুষটি বিনষ্ট হইবে; তোমার মানবজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যখন আমরা কলহ-বিবাদ করি, পরস্পরের হানি করি, ক্রোধে উন্মত্ত হই, উগ্রচণ্ড মুর্ত্তি ধারণ করি, তখন আমরা কতটা নীচে নামিয়া যাই?—তখন আমরা হিংস্র জন্তুদিগেরই সমান হইয়া পড়ি। যখন আমরা লুব্ধ, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হইয়া বিভৎস জঘন্য কাজে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা কতটা নামিয়া যাই?—তখন আমরা গোমোষাদির ন্যায় হইয়া পড়ি।

ইহাতে আমরা হারাই কি? হারাই আমাদের বিবেক-বুদ্ধি। মনুষ্যের যেটি আসল জিনিস্ তাহা হইতেই ভ্রষ্ট হই।

৪। বীণা যদি বীণার কাজ না করে, বংশী যদি বংশীর কাজ না করে, তাহা হইলে তাহাদের থাকা, না থাকা, দুই সমান। মানুষের সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। যাহার যে কাজ সেই কাজ যে যতটা করিয়া উঠিতে পারে, সে ততটা আপনাকে বাঁচাইয়া রাখে; যে যতটা তাহা হইতে বিচ্যুত হয়, সে ততটা আত্মবিনাশ সাধন করে।

৫। কোন বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস সহজে উৎপন্ন হয় না। যদি কোন ব্যক্তি প্রতিদিন কোনও একই বিষয়-সম্বন্ধে কথা কহে, কথা শোনে, সেই সঙ্গে জীবনের কার্য্যেও তাহা প্রয়োগ করে, তবেই সেই বিশ্বাস তাহার মনে বদ্ধমূল হয়।

৬। কোনও মহৎ শক্তি লাভ করা প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে বিপদজনক। "কিন্তু আমাকে তো প্রকৃতির অনুসারে চলিতে হইবে"? রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে ওকথা খাটে না। যাহাতে তুমি পরে সুস্থ লোকের মত থাকিতে পার, এই উদ্দেশে আপাততঃ কিছুকালের জন্য তোমাকে রুগ্ন ব্যক্তির মত চলিতে হইবে। যাহাতে তুমি পরে বিবেক-বুদ্ধির উপদেশ অনুসারে ঠিক মত চলিতে পার, এই উদ্দেশে আপাততঃ উপবাসাদি ব্রত ও অন্যান্য কঠোর নিয়ম পালন করিতে হইবে। তোমার অভ্যন্তরে যদি কিছু ভালো থাকে, আর যদি তুমি বিবেক-বুদ্ধির কথা শুনিয়া চল,—তুমি যে কাজ করিবে তাহাই ভাল হইবে। "না, আমরা মুনি-ঋষির মত থাকিয়া লোকের ভাল করিব—লোকের দোষ সংশোধন করিব"।

"লোকের কি ভাল করিবে?"—তোমার নিজের কি কিছু ভাল করিয়াছ? অন্যের দোষ কি সংশোধন করিবে? তোমার নিজের দোষ কি সংশোধন করিয়াছ? তুমি যদি তাহাদের ভাল করিতে চাও, তাহাদের কাছে গিয়া মেলাই বকাবকি করিও না; পরন্তু তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার-ফলে, কিরূপ লোক তৈয়ারি হয়, তাহারই দৃষ্টান্ত তোমার নিজ জীবনে প্রদর্শন কর। যাহারা তোমার সহিত আহার করে, তাহারা যাহাতে তোমার আহার দেখিয়া ভাল হইতে পারে; যাহারা তোমার সহিত পান করে, তাহারা যাহাতে তোমার পান করা দেখিয়া ভাল হইতে পারে, তুমি তাহাই কর। আত্মত্যাগ স্বীকার কর, সকলকে পথ ছাড়িয়া দেও, সকলের কথা ও আচরণ সহ্য কর। এইরূপেই তাহাদের তুমি ভাল করিতে পারিবে; তাহাদের উপর তোমার পিত্ত বমন করিয়া—তাহাদের উপর ঝাল ঝাড়িয়া তাহাদের তুমি ভাল করিতে পারিবে না।

আত্মোন্নতির তিনটি ধাপ।

১। তত্ত্বজ্ঞান তিনভাগে বিভক্ত। যিনি জ্ঞানী ও সাধু হইতে ইচ্ছা করেন, এই তিন বিভাগেই তাঁর সাধনা ও অভ্যাস করা আবশ্যক।

বিষয়ের অনুসরণ ও বিষয়ের পরিবর্জ্জন এই প্রথম বিভাগের বিষয়। যাহা আমি চাই তাহা যেন পাই, যাহা চাহি না তাহার মধ্যে গিয়া না পড়ি,—ইহাই আমাদের চেষ্টা।

নিজ মনের বাসনা ও বিদ্বেষ—ইহাই দ্বিতীয় বিভাগের বিষয়। বাসনা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী না হইয়া, যাহা মনুষ্যোচিত—সেই কার্য্যে সতর্কতা, সুশৃঙ্খল ও বিবেচনা সহকারে অগ্রসর হইতে হইবে। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া কোন কার্য্য করিবে না। ইহাই চারিত্র্য।

তৃতীয় বিভাগটি এই:—যাহাতে বিভ্রম উপস্থিত না হয়, সে বিষয়ে তর্ক হইবে। সকল বিষয় তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিবে। বাহ্য আকারে ভুলিবে না।—ইহাই বিবেকবুদ্ধি।

প্রথম কথা:— কোন প্রিয় বস্তু অর্জ্জন কিম্বা কোন অপ্রিয় বস্তু বর্জ্জন করিতে না পারিলে তাহা হইতেই আমাদের সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়। বিষয়টি অতীব গুরুতর। ইহা ইহতেই আমাদের যত কিছু উদ্বেগ অশান্তি, দুঃখ দুর্দ্দশা, শোক-সন্তাপ, বিরহ বিলাপ। এই স্থলে, রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া আমরা বিবেকের বাণী শুনিতে পাই না।

দ্বিতীয় কথা:—যাহা কিছু মনুষ্যোচিত, তাহাই আমাদের করিতে হইবে। তাই বলিয়া, পাষাণ-মুর্ত্তির ন্যায় হৃদয়শূন্য হইয়া থাকিতে হইবে না—ঈশ্বরাধীন জীবের যাহা কর্ত্তব্য, পুত্রের যাহা কর্ত্তব্য, পিতার যাহা কর্ত্তব্য, নাগরিকের যাহা কর্ত্তব্য, এ সমস্তই আমাদের পালন করিতে হইবে। স্বাভাবিক অথবা অর্জ্জিত যে কোন সম্বন্ধবন্ধনে আমরা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হইয়া আছি, সেই সকল সম্বন্ধগুলি আমাদিগকে সযত্রে রক্ষা করিতে হইবে।

তত্ত্বজ্ঞানে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে তবেই আমরা তৃতীয় বিভাগের অধিকারের মধ্যে আসিয়া পড়ি। অন্য দুই বিভাগের কাজ কিরূপে সুরক্ষিত হইতে পারে, কিরূপে অবাধে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহারই উপদেশ এই তৃতীয় বিভাগের বিষয়। তাহার স্থূল মর্ম্ম টি এই:— কোন বস্তু আমরা বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করিব না। বিনা-পরীক্ষায় কোন বাসনার প্ররোচনাকেও মনে স্থান দিব না। কেহ বলিতে পারেন, ইহা আমাদের সাধ্যাতীত।

দেখিতে পাই, আজকালের তত্ত্বজ্ঞানীরা উপরোক্ত দুই বিভাগকে ছাড়িয়া এই তৃতীয় বিভাগটি লইয়াই ব্যাপৃত। ইহা লইয়াই তাহাদের যতকিছু তর্কবিতর্ক, বাদবিতণ্ডা, সিদ্ধান্তস্থাপন, ও হেত্বাভাস-প্রদর্শন হইয়া থাকে।

তাঁহারা বলেন, সিদ্ধান্ত-নির্ণয়ের সময়, সতর্কতার সহিত আপনাকে বিভ্রম হইতে রক্ষা করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞানী ও সাধু সেই আপনাকে বিভ্রম হইতে রক্ষা করিবে—না, আর কেহ?

২। তবে কি, বিভ্রম হইতে আপনাকে রক্ষা করা—শুধু এই কাজটুকুই তোমাদের এখন করিতে বাকি? আর সমস্ত কাজই তোমাদের হইয়া গিয়াছে? তোমরা কি অর্থে আর প্রলুব্ধ হও না? কোন সুন্দরী রমণীকে দেখিয় তোমরা কি বিচলিত হও না? তোমার কোন প্রতিবেশী উত্তরাধিকার-সূত্রে কোন সম্পত্তিলাভ করিলে তোমার কি ঈর্ষা হয় না? সংক্ষেপে আর কিছু তোমাদের করিতে বাকি নাই, এখন কেবল, যাহা সাধনায় পাইয়াছ, তাহাই সুদৃঢ় করাই কি তোমাদের একমাত্র প্রয়োজন?

হতভাগ্য! এই কথাগুলি শুনিতে শুনিতেই যে তুমি ভীত ও উদ্বিগ্ন হইতেছ, পাছে কেহ তোমাকে অবজ্ঞা করে—তুমি জানিতে উৎসুক হইয়াছ, তোমার সম্বন্ধে কে কি-কথা বলিতেছে। আজকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী কে?—এই কথা আলোচনার সময়, সেই সভায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি যদি তোমার নাম করিয়া বলে "অমুক ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী"—অমনি তোমার মনের লেজটা দশহাত ফুলিয়া উঠিবে। কিন্তু উপস্থিত আর এক ব্যক্তি যদি বলে—"সে-সব কিছুই নয় —তার কথা শুনিবারই যোগ্য নহে, সে কি-জানে? সে তত্ত্বজ্ঞানের শুধু আরম্ভ করিয়াছে মাত্র—তার অধিক কিছুই নয়।"—অমনি তুমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইবে, তোমার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইবে, আর তুমি বলিয়া উঠিবে "আমি তাকে একবার দেখাতে চাই, আমি কিরূপ ব্যক্তি। আমি যে একজন মহা তত্ত্বজ্ঞানী, তা আমি তাহার নিকট সপ্রমাণ করিয়া দিব।"

যথেষ্ট হইয়াছে, আর প্রমাণের আবশ্যক নাই; তুমি কিরূপ তত্ত্ব জ্ঞানী তোমার এই কথাতেই বিলক্ষণ জানা যাইতেছে।

জীবনের খেলা।

১। যাহা উচিত, ও যাহা কার্য্যোপযোগী—এই উভয়ের শক্তিসম্মিলন ও ঐক্যবন্ধনই প্রকৃতির প্রধান কাজ।

২। বাহ্য বস্তু আমাদের উপেক্ষার বিষয়, কিন্তু বাহ্য বস্তুর ব্যবহার ও প্রয়োগ উপেক্ষার বিষয় নহে। কি করিয়া তবে, মনের অবিচলতা ও শান্তি এবং বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধে যত্নশীলতা—এই দুই এক সঙ্গে রক্ষা করা যাইতে পারে? কি করিয়া অনবধানতা ও অপরিপাট্য বর্জ্জন করা যাইতে পারে? অক্ষক্রীড়কদিগের দৃষ্টান্ত এইস্থলে গ্রহণ করা যাউক। পাশার "দান"গুলিও অপ্রধান, পাশার গুটিকাগুলিও অপ্রধান। আমার পাশায় কি দান পড়িবে তাহা আমি কি করিয়া বলিব? কিন্তু যে দান পড়িবে তাহার উপযুক্ত প্রয়োগ করা—ইহাই আসল খেলা। বিচার পূর্ব্বক বাহ্য বিষয়সকল নির্ব্বাচন ও বিভাগ করিয়া এইরূপ বলা "বাহ্য বস্তু সকল আমার আয়ত্তাধীন নহে, ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করাই আমার আয়ত্তাধীন"—ইহাই জীবনের প্রধান কাজ। আমি ভালকে কোথায় অন্বেষণ করিব, আর মন্দকেই বা কোথায় অন্বেষণ করিব?— আমার অন্তরে;—আমার যাহা নিজস্ব তাহাতেই। কিন্তু যাহা কিছু তোমার নিজস্ব নহে, তাহাকে ভালও বলিবে না, মন্দ ও বলিবে না, ইষ্টজনকও বলিবে না, অনিষ্টজনকও বলিবে না, তৎসম্বন্ধে ওরূপ কোন শব্দই প্রয়োগ করিবে না।

৩। তবে কি এই সকল বিষয়ে অযত্নশীল ও অসাবধান হইব? কোন প্রকারেই নহে। উহাও একপ্রকার ইচ্ছাশক্তিগত পাপ, সুতরাং প্রকৃতির বিরুদ্ধ। সাবধান ও যত্নশীল হইবে, কেন না, বাহ্য বস্তুর প্রয়োগ উপেক্ষার বিষয় নহে; কিন্তু সেই সঙ্গে অবিচলিত ও শান্ত থাকিবে, কেন না, বাহ্য বস্তু স্বয়ং উপেক্ষার বিষয়। আমার সহিত যাহার প্রকৃত সম্পর্ক, সে বিষয়ে আমাকে কেহ বাধা দিতে কিম্বা বাধ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু যে সকল বস্তুর দ্বারা আমি বাধিত ও বাধ্য হইয়া থাকি, যাহার সম্প্রাপ্তি আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা ভালও নহে, মন্দও নহে। কিন্তু সেই সকল বস্তুর প্রয়োগেই ভাল মন্দ নির্ভর করে, এবং তাহাই আমার আয়ত্তাধীন। বিষয়ানুরাগীর যত্নশীলতা ও বিষয়-বিরাগীর অবিচলতা—এই দুয়ের সম্মিশ্রণ ও সমন্বয় সাধন বড়ই কঠিন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া অসাধ্য কিম্বা অসম্ভব নহে; যদি ইহা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে মানুষের পক্ষে সুখী হওয়াও অসম্ভব।

৪। আমাকে এমন একটি লোক দেখাও, কোন-একটা কাজ কিরূপ ভাবে করিতে হইবে শুধু তাহারই প্রতি যাহার দৃষ্টি; যে ব্যক্তি কোন বস্তু প্রাপ্তির জন্য লালায়িত নহে, পরন্তু স্বীয় ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিবার জন্যই উৎসুক।

৫। তাই ক্রিসিপস্ এই কথাগুলি বেশ বলিয়াছিলেন—"যতদিন ভবিষ্যৎ আমার কাছে প্রচ্ছন্ন থাকে, ততদিন প্রকৃতির অনুযায়ীবস্তুগুলি প্রাপ্তির পক্ষে যে অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল, তাহাই আমি অবলম্বন করিয়া থাকি; কারণ, ঈশ্বর আমাকে এইরূপ নির্ব্বাচনের অধিকার দিয়াছেন। কিন্তু আমি যদি জানি, ঈশ্বর আমাকে পীড়িত হইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন, তাহা হইলে আমি আপনা-হইতে সেই দিকেই অগ্রসর হইব। এমন কি, আমার পাদদ্বয়ের যদি বুদ্ধিবৃত্তি থাকিত, তাহা হইলে সেও আপনা হইতে অগ্রসর হইয়া কর্দ্দমে লিপ্ত হইত।"

৬। ধানের শিষ্‌গুলি যে বাহির হয় তাহা কিসের জন্য?—শুষ্ক হইবার জন্যই কি নহে? আর কৃষকেরা উহাকে কাটিবে, শুধু এইজন্যই কি উহা শুষ্ক হয় না? কেন না, নিজের জন্য জীবন ধারণ করিতে উহার পৃথিবীতে আসে নাই। অতএব উহাদের যদি জ্ঞান থাকিত, কৃষকেরা যাহাতে উহাদিগকে না কাটে—এইরূপ প্রার্থনা করা কি উহাদের পক্ষে উচিত হইত? কেন না, ধান-কাটা না হওয়া ধানের পক্ষে বিষম অভিশাপ; সেই প্রকার জানিবে, অকর্ত্তিত পাকা ধানের ন্যায়, মানুষের মরাও মানুষের পক্ষে অভিশাপ। কেন না, আমরাও একপ্রকার কর্ত্তনীয় বস্তু। তবে, আমরা জানি যে আমরা কর্ত্তিত হইব, তাই আমরা এ-সম্বন্ধে এত আক্রোশ প্রকাশ করিয়া থাকি। অশ্বের ভালমন্দ কিসে হয়, অশ্বপালক যেরূপ বুঝে, আমরা সেইরূপ আপনাকে বুঝি না—সমস্ত মানবজাতির ভাল-মন্দ কিসে হয় আমরা তাহা বুঝি না। কিন্তু ক্রিসান্‌টস্ যখন শত্রুকে শস্ত্রাঘাত করিতে প্রবৃত্ত সেই সময়ে সেনাপতি তুরীধ্বনি করিয়া তাহাকে ফিরিতে আদেশ করিলেন—সেই তুরীধ্বনি শুনিয়া ক্রিসান্‌টস্ শত্রুকে আঘাত করিতে ক্ষান্ত হইল;—আপনার ইচ্ছানুরূপ কাজ করা অপেক্ষা সেনাপতির আদেশ পালন করা এতই তাহার ভাল বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের মধ্যে অবশ্যম্ভাবিতার আজ্ঞাও কেহ সুবাধ্য হইয়া পালন করিতে চাহে না। আমরা কঁদিতে কাদিতে, আর্ত্তনাদ করিতে করিতে, দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া থাকি, আর সেই সকল কষ্টকে আমাদের নিয়তি বলিয়া নির্দ্দেশ করি। নিয়তি কিসের বাপু? যদি ভবিতব্যকে নিয়তি বল, তাহা হইলে সকল বিষয়েই তো আমরা নিয়তির অধীন। কিন্তু শুধু যদি মৃত্যুকেই নিয়তি বলিতে হয়, তাহা হইলে, যাহার জন্ম তাহারই মৃত্যু— ইহাতে আবার দুঃখ কিসের? আমরা অসির আঘাতে মরি, চক্রের পেষণে মরি, জলমগ্ন হইয়া মরি, গৃহছাদ-স্থলিত "টালির" আঘাতে মরি, অত্যাচারী রাজার হস্তে মরি। যমালয়ে যে পথ দিয়াই যাই নাকেন, তাহাতে আইসে যায় কি? সব পথই সমান। কিন্তু সত্য কথা যদি শুনিতে চাও, তাহা হইলে বলি, অত্যাচারী রাজা তোমাকে যে পথ-দিয়া যমালয়ে প্রেরণ করেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সিধা পথ। কোন অত্যাচারী রাজা এপর্য্যন্ত কাহাকেও "ছয়মাস ফাঁসি" দেন নাই; কিন্তু জ্বররোগ মানুষকে এক মাস ধরিয়া বধ করিয়া থাকে। ফলতঃ এ সমস্ত ব্যাপার তুমুল শব্দমাত্র—ফাঁকা নামের ঝনৎকার মাত্র।

৭। কিন্তু সমুদ্র-যাত্রার সময় আমরা যেরূপ করিয়া থাকি, এসো আমরা এক্ষণে সেইরূপ করি। সেই সময়ে, আমার পক্ষে কি করা সম্ভব?—এইটুকুই আমার পক্ষে সম্ভব—অর্থাৎ জাহাজের সারেং, জাহাজের খালাসি, যাত্রার সুযোগ ইত্যাদি নির্ব্বাচন করা। তারপর, মনে কর, একটা ঝড় উঠিল, আমার তাহাতে কি আইসে-যায়? আমার যাহা করিবার ছিল, আমি তো তাহার কিছুই বাকী রাখি নাই। এখন সমস্যা-চিন্তার ভার আর এক জনের—অর্থাৎ সারেঙের। কিন্তু, জাহাজটা যে ডুবিতেছে! আমি তার কি করিব?—এ সময়ে আমার আর কি করিবার আছে? আমার যাহা সাধ্য আমি তাহাই করিতে পারি—ঈশ্বরকে তিরস্কার না করিয়া, চ্যাঁচামেচি না করিয়া নির্ভয়চিত্তে জলমগ্ন হইতে পারি। আমি এই মাত্র জানি, যাহার জন্ম তাহার মরণও নিশ্চিত। আমি অমর নহি, আমি জগতের একটি অংশ মাত্র, দিনের অংশ যেরূপ মুহূর্ত্ত। মুহূর্ত্তের ন্যায় আসিয়াছি, মুহূর্ত্তের ন্যায় চলিয়া যাইব। অতএব, কি প্রকারে চলিয়া যাইব,— জলে ডুবিয়া কিংবা জ্বরে ভুগিয়া তাহাতে কি আসে যায়; কেননা, আমাকে চলিয়া যাইতেই হইবে, তা যে রকম করিয়াই হউক। তুমি দেখিবে, নিপুণ-ক্রীড়কের এইরূপই করিয়া থাকে। গোলা তাহাদের নিকট প্রধান জিনিষ নহে; কিরূপে গোল ছুঁড়িতে হইবে, ধরিতে হইবে, তাহার উপরেই খেলার ভালমন্দ নির্ভর করে। এই গোলাখেলায় নিয়মের বাঁধাবাঁধি আছে, চটুলতা, আছে, বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োজন আছে। ক্রোড় পাতিয়া রাখিলেও আমি হয়তো গোলাটাকে ধরিতে পারিব না, কিন্তু আর একজন, আমার নিক্ষিপ্ত গোলা অক্লেশেই ধরিয়া ফেলিবে। কিন্তু আমি যদি গোলাটাকে ছুঁড়িবার সময়, আকুলব্যাকুল হইয়া পড়ি, তাহা হইলে আমার খেলাটা কিরূপ হইবে? কি করিয়া আমি স্থির থাকিব?—খেলার ক্রম-টি কি করিয়া রক্ষা করিব?

৮। কি করিয়া গোলা খেলিতে হয়, সক্রেটিস্ তাহা ভাল জানিতেন। সে কিরূপ?—না যখন তিনি বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া উপহাস করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন; "দেখ থ্যানিটস্, তুমি এমন কথা কি করিয়া বলিলে যে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, "ডিমন"-দিগকে তুমি কিরূপ ঠাওরাও? তাঁহারা কি ঈশ্বরের পুত্র কিম্বা দেবতা ও মনুষ্যের মাঝামাঝি এক-প্রকার মিশ্র প্রকৃতির জীব নহেন?" এই কথা স্বীকৃত হইলে, তিনি আবার বলিলেন "অশ্বতর আছে অথচ গর্দ্দভ নাই, এরূপ অভিমত তোমার বিবেচনায়, কাহারও হইতে পারে কি?" এইরূপেই সক্রেটিস্ গোলা খেলিয়াছিলেন। কি প্রকারের গোলা তিনি তাহাদের মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন?— জীবন, শৃঙ্খল, নির্ব্বাসন, বিষ, স্ত্রীবিচ্ছেদ, পরিত্যক্ত অনাথ শিশুসন্তান। এই সকল গোলা লইয়া তাহারা খেলিয়াছিল; কিন্তু তিনিও বড় কম খেলা খেলেন নাই; —অতি শোভন ভাবে, ওজন বুঝিয়া খেলিয়াছিলেন। আমাদেরও সেইরূপ করা উচিত। নিপুণ ক্রীড়কেরা গোলা ছুঁড়িবার ও ধরিবার সময় যেরূপ সাবধান ও যত্নশীল হয় আমাদেরও সেইরূপ সাবধান ও যত্নশীল হইতে হইবে, অথচ স্বয়ং গোলাসম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে হইবে।

ভয় ও অভয়।

১। "কান ব্যক্তি ভীরু ও নির্ভীক একসঙ্গে উভয়ই হইতে পারে" — তত্ত্বজ্ঞানীদের এই কথাটি কাহারও কাহারও নিকট পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তি বলিয়া মনে হয়। ভাল, একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক্, ইহা আমাদের পক্ষে সম্ভব কি না। ইহা সহজেই মনে হয় বটে, যেহেতু ভয় নির্ভীকতার বিপরীত, অতএব এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী ভাব কখনই এক সঙ্গে থাকিতে পারে না। কিন্তু অনেকেরই নিকট যাহা পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, আমি তাহা এইরূপ ভাবে দেখি:—

ইতিপূর্ব্বে অনেকবার প্রতিপাদিত হইয়াছে—যে সকল বিষয় আমাদের ইচ্ছাধীন ও সাধ্যায়ত্ত তাহারই উপযুক্ত প্রয়োগের উপর আমাদের ভাল-মন্দ নির্ভর করে, যাহা আমাদের ইচ্ছাধীন ও সাধ্যায়ত্ত নহে— যাহা অনিবার্য্য— যাহা দুরতিক্রম্য, তাহা আমাদের পক্ষে ভালও নহে, মন্দও নহে"। এই কথাটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যদি কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেন;—"যে সকল বিষয় আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, সেই সকল বিষয়ে নির্ভীক হইবে এবং যে সকল বিষয় আমাদের ইচ্ছাধীন, সেই সকল বিষয়েই ভয় করিবে"—এই কথায় অসঙ্গতি কি আছে? যদি মন্দ ইচ্ছার উপরেই আমাদের মন্দ নির্ভর করে, তাহা হইতে শুধু সেই বিষয়েই আমাদের ভীত হওয়া উচিত; এবং যাহা আমাদিগের ইচ্ছাধীন ও সাধ্যায়ত্ত নহে, সেই বিষয়েই আমাদিগের নির্ভীক হওয়া কর্ত্তব্য। শুধু তাহা নহে, এই স্থলে আমরা ভয়ের ভাব হইতেই সাহস অর্জ্জন করিয়া থাকি; যাহা বাস্তবিক মন্দ তাহা করিতে আমরা ভয় পাই বলিয়াই যাহা মন্দ নহে তাহাতে আমরা নির্ভয় হই।

২। আমরা কিন্তু ইহার বিপরীতে, হরিণের ন্যায় অনর্থক ত্রস্ত হইয়া বিপদগ্রাসে পতিত হই। হরিণেরা যখন ভয় পায় এবং ভয় পাইয়া পলাইবার চেষ্টা করে, তখন তাহারা নিরাপদ স্থান মনে করিয়া কোথায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে?—ব্যাধ যে জাল পাতিয়া রাখিয়াছে সেই জালের মধ্যে। এইরূপেই তাহারা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। কারণ, তাহারা জানে না,— কোন্ স্থলে ভয় করিতে হয়, কোন স্থলে নির্ভয় হইতে হয়। আমরা না বুঝিয়া সচরাচর কোন্ বিষয়ে ভয় পাইয়া থাকি?—না, যে বিষয়টি আমাদের ইচ্ছা-শক্তির অতীত। আর বিপদের সম্ভাবনা নাই মনে করিয়া কোন্ বিষয়ে আমরা নির্ভয় হই?—না, যে বিষয় আমাদের ইচ্ছার অধীন। কোন প্রলোভনে মুগ্ধ ও বিড়ম্বিত হওয়া, কোন অবিবেচনার কাজ কিম্বা লজ্জাজনক গর্হিত কাজ করা, অথবা নীচ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কোন বস্তুর অনুসরণ করা— এ সমস্ত প্রকৃত ভয়ের বিষয় কি না সে-পক্ষে আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না। যাহা আমাদের ইচ্ছাশক্তির অতীত, সেই বিষয়েই আমাদের যত কিছু ভয়।

যে মৃত্যু অপরিহার্য্য, যে সকল দুঃখ দুরতিক্রমণীয়, তাহা হইতেই আমরা ভয় পাই, ভয় পাইয়া পলায়নের চেষ্টা করি। আমাদের স্বাভাবিক সাহসকে আমরা অস্থানে নিয়োগ করিয়া, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া, অতি নির্লজ্জভাবে সম্পূর্ণরূপে পাপের হস্তে আত্মসমর্পণ করি এবং উহাকে ভীরুতা, নীচতা, অন্ধ-আতঙ্ক, ও দুঃখকাতরতায় পরিণত করি। যদি আমাদের ভয়ের ভাবকে ইচ্ছারাজ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের ভয়ের বিষয়কে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিহারও করিতে পারি। কিন্তু যে বিষয় আমাদের ইচ্ছায়াত্ত নহে, তাহাতে ভয় পাইলে, আমরা ইচ্ছা করিলেও পরিহার করিতে পারি না। সুতরাং বৃথা ভয়ে বিচলিত হইয়া অনর্থক কষ্ট পাই।

কেন না, মৃত্যুও ভয়ঙ্কর নহে, দুঃখও ভয়ঙ্কর নহে, পরন্তু দুঃখ ও মৃত্যুর ভয়ই ভয়ঙ্কর। এই নিমিত্ত আমরা সেই কবিকে প্রশংসা করি যিনি বলিয়াছিলেন:—

"মরিতে কোরো না ভয়, কেবল করিও ভয় ভীরুর মরণে"।

৩। অতএব মৃত্যুকে ভয় না করিয়া মৃত্যুভয়কেই ভয় করা উচিত। কিন্তু আমরা ইহার ঠিক বিপরীত আচরণ করি। মৃত্যু হইতে আমরা পলায়ন করি, কিন্তু মৃত্যুটা যে কি জিনিস সে বিষয় একটুও বিবেচনা করিয়া দেখি না;— সে বিষয়ে আমরা একেবারেই উদাসীন। সক্রেটিস্ এই জিনিসগুলাকে "জুজু" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তিনি ঠিক্ কথাই বলিয়াছেন। কেননা, কদাকার মুখগুলা, অবোধ শিশুদিগের নিকটেই ভীষণ ও ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হয়; এই "জুজু" দেখিয়া শিশুরা যেরূপ ভয় পায়, আমরাও ঠিক্ সেইরূপ সংসারের কোন কোন ঘটনায় ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়ি। শিশু কি?—শিশু মূর্ত্তিমান অজ্ঞানেরই নামান্তর মাত্র। যে কিছুই শিক্ষা করে নাই, সেই শিশু। কেন না, শিশু যদি শিক্ষিত হয়, অভিজ্ঞ হয়, তাহা হইলে সে আর শিশু থাকে না, তখন সে আমাদেরই সমকক্ষ। মৃত্যু কি?— মৃত্যু একটা "জুজু"। উহাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখ—পরীক্ষা করিয়া দেখ, উহা তোমাকে কামড়ায় কি না দেখ।— শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, এক সময়ে এই শরীর আত্মা হইতে বিযুক্ত হইবে;—পূর্ব্বেও হইয়াছিল। এখনই যদি বিযুক্ত হয়, তাহাতে তোমার এত রাগ কেন? কেন না, এখন যদিও না হয়, কিছুকাল পরে তো হইবেই। আচ্ছা। এইরূপ বিযুক্ত হইবার কারণটা কি? —উদ্দেশ্য কি?—কাল-চক্রের ভ্রমণকাল যাহাতে সম্পূর্ণ হয়,—ইহাই উদ্দেশ্য। কেন না,—বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, অতীত এই তিনই জগতের পক্ষে আবশ্যক।

দুঃখ কি?—দুঃখও একটা "জুজু"! উহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখ, পরীক্ষা করিয়া দেখ। এই শরীর-বেচারাকে কখন মৃদুভাবে, কখন কঠোরভাবে প্রকৃতি এক একবার নাড়াইয়া ঝাঁকাইয়া দেন। যদি ইহাতে কোন ফল না পাও, মৃত্যুর দ্বার তো খোলাই আছে। যদি ফল আছে বোধ কর,

তবে সহ্য করিয়া থাক। সব সময়েই দরজাটা খোলা রাখাই ভাল, তাহা হইলে আর কোন কষ্ট পাইতে হয় না।

৪। তবে কি, আমার অস্তিত্ব থাকিবে না?—অবশ্যই থাকিবে, কিন্তু বিশ্বের প্রয়োজন-অনুসারে রূপান্তরে থাকিবে। তুমি নিজে আপনার সময়-অনুসারে এই পৃথিবীতে আইসো নাই; বিশ্বের যখন প্রয়োজন হইল তখনই তুমি আসিয়াছ।

৫। এই মতটি অনুসরণ করিলে কি ফল লাভ হইবে? যাঁহারা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন—তাঁহাদের নিকট যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও উপাদেয়—সেই শান্তি সেই অভয়, সেই স্বাধীনতারূপ ফললাভ হইবে। সাধারণ লোকের ধারণা,—যাহারা দাস-শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, যাহারা স্বাধীন, কেবল তাহাদিগকেই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, যাহারা সুশিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহারাই কেবল স্বাধীন। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই —নিজের ইচ্ছা-অনুসারে থাকিতে পারা, কাজ করিতে পারা—ইহা ভিন্ন স্বাধীনতার কি আর কোন অর্থ আছে? না, আর কোন অর্থ ই নাই। আচ্ছা তবে পাপ কার্য্যে রত থাকাই কি তোমাদের ইচ্ছা? না, আমাদের সে ইচ্ছা নয়।

তাই বলিতেছি, তাহারা কখনই স্বাধীন নহে যাহারা ভয়-বিহ্বল, শোক কাতর, অথবা উদ্বিগ্ন-চিত্ত। তাহারাই প্রকৃত স্বাধীন যাহারা দুঃখ শোক, ভয় উদ্বেগ, পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে।

যেমনটি তাই।

১। ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোন পদার্থ চিত্তকে আকর্ষণ করে, কোন বিশেষ সুবিধা প্রদান করে, অথবা যে পদার্থকে তুমি ভাল বাসো,— তাহার সম্বন্ধে যখন কোন কথা বলিবে তখন ঠিক সে যেমনটি তাহাই বলিবে, ইহা যেন স্মরণ থাকে। তুমি যদি একটি মৃণ্ময় ঘটকে ভাল বাসো, তাহা হইলে মনে করিবে "আমি একটি মৃন্ময় ঘটকেই ভাল বাসি"; কেন না, এইরূপ ভাবিলে উহা যদি ভাঙিয়া যায়, তাহা হইলে তোমার কষ্ট হইবে না।

২। কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, ভাবিয়া দেখিবে, কি তুমি করিতে যাইতেছ। যদি কোন তীর্থে স্নান করিতে যাও, তাহা হইলে, যাহা কিছু সেখানে ঘটিয়া থাকে সমস্তই আপনার মানসপটে অঙ্কিত করিবে; সেখানকার জনতা, ঠ্যালাঠেলি, মারামারি, চুরিচামারি ইত্যাদি সমস্ত পূর্ব্ব হইতেই কল্পনা করিয়া দেখিবে। তাহা হইলে আরও নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত মনে সে কাজে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইবে; তখন তুমি স্পষ্ট বলিতে পারিবে "আমি তীর্থে স্নান করিতে চাই, এবং প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হইয়াই আমার সেই সঙ্কল্প আমি সিদ্ধ করিব।" আমাদের প্রত্যেক কার্য্য সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। কেন না, যদি তোমার তীর্থস্নানের সময় কোনও বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তখনি তুমি এই কথাটি মনে করিবে তীর্থ-স্নানই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না; পরন্তু প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হইয়া আমার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিব, ইহাই আমার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু সেখানকার ঘটনাদি দেখিয়া যদি আমি ক্রুদ্ধ হই, তাহা হইলে আমার সে সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে পারিব না।"

২। ইতর ব্যক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যে প্রথম প্রভেদটি এই, ইতর ব্যক্তি এইরূপ বলিয়া থাকে "হায় হায়! আমার সন্তানের, আমার ভ্রাতার, আমার, পিতার সর্ব্বনাশ হইল"! তত্ত্বজ্ঞানীকে যদি কখনও বাধ্য হইয়া বলিতে হয় —"হায় হায়!"—তখনই আত্মসম্বরণ করিয়া কথাটা এইরূপে শেষ করেন —"আমার আত্মার সর্ব্বনাশ হইল।" ইচ্ছাশক্তিমান আত্মাকে আর কেহই বাধা দিতে পারে না, কিম্বা তাহার অনিষ্ট আর কেহই করিতে পারে না— আত্মাই আত্মার বাধা ও শত্রু। অতএব,কষ্টের সময় যদি আপনাকেই আমি দোষী করি, আর এই কথাটি মনে রাখি যে, আমাদের মনের সংস্কারই আমাদের কষ্ট ও উদ্বেগের একমাত্র কারণ, তাহা হইলে জানিবে আমরা কতকটা সাধন-পথে অগ্রসর হইয়াছি। কিন্তু এখন যেরূপ দেখিতে পাই, আমরা আরম্ভ হইতেই, ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছি। শৈশবাবস্থায় অন্যমনস্ক হইয়া হাঁ করিয়া চলিতে চলিতে কোন প্রস্তরে ঠেকিয়া যদি আমাদের কখন পদস্খলন হইত অমনি ধাত্রী তজ্জন্য আমাদের তিরস্কার না করিয়া, সেই প্রস্তরখণ্ডকেই প্রহার করিত। কিন্তু সেই প্রস্তরখণ্ডের দোষ কি? তোমার শিশুটির নির্ব্বুদ্ধিতার দরুণ, তাহার কি পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল? আরো দেখ, স্নান করিয়া আসিয়া, যদি আমরা কিছু খাইতে না

পাই, আমাদের শিক্ষক আমাদের বাসনাকে কখনই দমন করিতে বলেন না, পরন্তু তিনি পাচককেই প্রহার করেন। বাপু, তোমাকে তো আমরা পাচকের শিক্ষকপদে নিযুক্ত করি নাই, আমাদের শিশুটীর শিক্ষক করিয়াই তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম—শিশুর যাহাতে সুশিক্ষা, সদভ্যাস ও উন্নতি সাধিত হয় তাহাই তোমার দেখিবার কথা। এই প্রকার, আমরা পূর্ণবয়স্ক হইয়াও শিশুবৎ আচরণ করিয়া থাকি। কেননা, সঙ্গীতে শিশু কে?—যে সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ। লেখাপড়ায় শিশু কে? যাহার অক্ষর পরিচয় হয় নাই। জীবনে শিশু কে?—তত্ত্বজ্ঞানে যে অশিক্ষিত।

৪। বস্তুসমূহ মনুষ্যকে কষ্ট দেয় না, পরন্তু তৎসম্বন্ধে মানুষের যে সংস্কার তাহাই তাহাকে কষ্ট দেয়। দেখ, মৃত্যু আসলে কিছুই ভীষণ নহে। ভীষণ হইলে সক্রেটিসের নিকটেও ভীষণ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। কিন্তু মৃত্যুসম্বন্ধে আমাদের যে সংস্কার, তাহাই ভীষণ—আমাদের সেই সংস্কারের মধ্যেই যাহা কিছু তাহার ভীষণত্ব। অতএব, যখন আমরা কোন বাধা প্রাপ্ত হই, কোন কষ্টে পতিত হই, কিম্বা শোক-দুঃখে অভিভূত হই, তখন সেই সময়ে আপনাকে ছাড়া—অর্থাৎ আপনার সংস্কার ছাড়া, যেন আর কাহারও দোষ না দেই। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানে অশিক্ষিত, তাহার কোন কষ্ট হইলে, সে অন্যকে দোষী করে, যে ব্যক্তি শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে, সে আপনাকেই দোষী করে, যে ব্যক্তি সুশিক্ষিত হইয়াছে, সে অন্যকে দোষী করে না, আপনাকেও দোষী করে না।

৫। যে উৎকৃষ্টতা তোমার নিজস্ব নহে, তাহাতে উৎফুল্লচিত্ত হইও না। যদি তোমার অশ্ব উৎফুল-চিত্ত হইয়া বলে "আমি সুন্দর" সে কথা বরং শ্রুতিযোগ্য, কিন্তু তুমি যদি উৎফুল্ল চিত্তে বল "আমার একটি সুন্দর ঘোড়া আছে"—তখন জানিবে, তুমি যে উৎকৃষ্টতার জন্য উৎফুল্ল হইয়াছ, সে উৎকৃষ্টতা তোমার অশ্বের—তোমার নহে। তবে তোমার নিজস্ব বস্তুটি কি? সে এই—বাহ্যবস্তু সমুহের যথাযোগ্য প্রয়োগ করা। অতএব যখনই তুমি প্রকৃতির নিয়মানুসারে বাহ্য বস্তুর প্রয়োগ করিতে পারিবে, তখনি তুমি উৎফুল্ল হইও, কেন না যে উৎকৃষ্টতা তোমার নিজস্ব তাহার জন্যই তুমি উৎফুল্ল হইতে পার।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানের ভয়।

১। কোন পদার্থ যখন আমাদের চিত্তে প্রতিভাত হয়, তখন প্রথমেই তাহার প্রতীয়মান রূপটিতেই আমরা অভিভূত অথবা বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি। তাহাতে আমাদের ইচ্ছাশক্তির কোন হাত থাকে না। উহা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে। ঐ পদার্থ-সমূহের এমনি একটি নিজস্ব শক্তি আছে যে উহা আমাদের অন্তরে বলপূর্ব্বক প্রথমেই একটা অযথা প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু এই প্রতীতিগুলির সত্যতা সম্বন্ধে বুদ্ধির অনুমোদন চাই—এই অনুমোদন দেওয়া না দেওয়া মানুষের ইচ্ছা-শক্তিসাপেক্ষ। আকাশে একটা ঘোরতর শব্দ হইল, সহসা কোন বস্তুর পতন হইল, কোন বিপদের পূর্ব্বসূচনা হইল, অথবা এই প্রকার আর কোন কিছু হইল—তখন তত্ত্বজ্ঞানীরও চিত্ত কিঞ্চিৎ বিচলিত না হইয়া যায় না; তিনি শিহরিয়া উঠিবেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইবে। উহার দ্বারা তাঁহার কোন অমঙ্গল হইবে এরূপ ধারণা-বশে তিনি বিচলিত হয়েন না পরন্তু বুদ্ধি জ্ঞানের কার্য্য আরম্ভ না হইতে হইতেই, এক প্রকার অচিন্তিত দ্রুত-উৎপন্ন স্বাভাবিক চাঞ্চল্য আসিয়া তাঁহাকে বিচলিত করে। কিন্তু একটু পরেই যখন বিবেচনা করিয়া দেখেন, তখন ঐ প্রতীয়মান পদার্থ-সকল তাঁহার অন্তরাত্মার বাস্তবিক ভয়ের বিষয় বলিয়া মনে হয় না, তৎসম্বন্ধীয় প্রতীতিতে তিনি সায় দেন না, অথবা অনুমোদন করেন না, তিনি উহা অগ্রাহ্য করেন, পরিত্যাগ করেন, তাহাতে এমন কিছুই দেখেন না যাহাতে তাঁহার ভয় হইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, জ্ঞানী ও অজ্ঞানের মধ্যে এইটুকুই প্রভেদ। অজ্ঞানেরা মনে করে, পদার্থ-সমূহের প্রথম প্রতীতিতে উহাদিগকে যেরূপ ভীষণ ও কঠোর বলিয়া মনে হয়, উহারা আসলেও তাই। উহাদের বুদ্ধিও এই প্রতীতিতে সায় দেয়, অনুমোদন করে। কিন্তু যদিও তত্ত্বজ্ঞানীর মুখ কিছুকালের জন্য বিবর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তিনি ইহাতে সায় দেন না, অনুমোদন করেন না। এই প্রতীতি সম্বন্ধে তাঁহার মতের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তিনি মনে করেন,—উহার মধ্যে বাস্তবিক কোন ভয়ের কারণ নাই, উহারা ভীষণ আকার ধারণ করিয়া ফাঁকা ভয় প্রদর্শন করিতেছে মাত্র।

২। আমাদের আত্মা একটি জলপূর্ণ পাত্রের মত। পাত্রস্থ জলের উপর যেরূপ আলোক-কিরণ পতিত হয়, সেইরূপ পদার্থ-সমূহ-জাত প্রতীতিও আত্মার উপর প্রতিভাত হয়। জল চঞ্চল হইলে, কিরণও যেরূপ চঞ্চল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আসলে চঞ্চল নহে, সেইরূপ মানুষের মন যখন তমসাবৃত হয়, ঘূর্ণমান হয়, তখনই বিকৃত রূপ-সকল উপলব্ধি হয়, আসল সত্যের কোন বিকার হয় না; যে মনের উপর উহা প্রকটিত হয়, সেই মনেরই বিকৃত অবস্থা প্রযুক্ত উহা বিকৃত ভাবে প্রতীয়মান হয়। সেই বিকৃত অবস্থা ঘুচিয়া গেলেই তাহার নিকট বাস্তবিক সত্য আবার স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ পায়।

জীবন-সাগরে যাত্রা।

সমুদ্রযাত্রাকালে, জাহাজ কোথাও থামিয়া যখন নোঙ্গর করে, তুমি তখন জল আনিবার জন্য ডাঙ্গায় যাও, এবং জল সংগ্রহ হইলে, পথে কন্দমূল শামুক আদি যাহা কিছু পাও তাহাও সংগ্রহ করিয়া থাক; কিন্তু জাহাজের কর্ত্তা পাছে কোন সময়ে তোমাকে ডাকেন এই জন্য সর্ব্বদাই জাহাজের দিকে তোমার মন স্থির রাখিতে হয়। আর, তিনি ডাকিবামাত্র ঐ সমস্ত জিনিস ফেলিয়া, জাহাজে তোমার ছুটিয়া আসিতে হয়। যদি তাঁহার ডাকে না আইস তাহা হইলে তিনি ছাগ-মেষাদির ন্যায়, হাত-পা বাঁধিয়া তোমাকে জাহাজের খোলের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। মানব-জীবনেও এইরূপ। কন্দমূল শামুক প্রভৃতির ন্যায়, স্ত্রীপুত্র সঙ্গে লইয়া যাইতে কোন বাধা নাই। কিন্তু নৌ-স্বামী যদি তোমাকে ডাকেন, তাহা হইলে সমস্ত দ্রব্য ত্যাগ করিয়া, জাহাজে তোমাকে ছুটিয়া আসিতেই হইবে—পশ্চাৎদিকে একবার তাকাইতেও পারিবে না। তুমি যদি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া থাক, তাহা হইলে জাহাজ হইতে কখনই দূরে যাইও না, পাছে প্রভু তোমাকে ডাকেন আর তুমি প্রস্তুত না থাক।

এপিকটেটসের উপদেশ।

কোন অবস্থাতেই একথা বলিও না—আমি এই জিনিসটি হারাইয়াছি”, বলিও—“আমি প্রত্যর্পণ করিয়াছি”। তোমার ছেলেটি কি মরিয়াছে?—“যাঁহার ধন তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে”। তোমার পত্নী কি মরিয়াছে?—“প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে”। তোমার সম্পত্তি হইতে তুমি কি বঞ্চিত হইয়াছ?—“তাহাও প্রত্যর্পিত হইয়াছে”। ঋণদাতা কাহার দ্বারায় তাঁহার নিজস্ব দাবী করেন—তাহাতে তোমার কি আইসে যায়?

অতএব যতক্ষণ তিনি দ্রব্যটি তোমার নিকট রাখেন, ততক্ষণ তুমি অন্যের সম্পত্তি বিবেচনা করিয়া, তাহার সুব্যবস্থা করিবে। পথিকেরা যেরূপ পান্থশালার ব্যবহার করিয়া থাকে তুমিও সেইরূপ উহার ব্যবহার করিবে।

কোন পথে সুখ?

১। "আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই যেন ঘটে" এই রূপ আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, "যাহাই ঘটুক না কেন, আমি তাহা অম্লানবদনে গ্রহণ করিব" — এইরূপ যদি তোমার মনের ভাব হয় তাহা হইলেই তুমি সুখী হইবে।

২। রোগ শরীরেরই বাধা, উহা আত্মার বাধা নহে;—আত্মার বাধা হয়, যদি উহাতে আত্মার সম্মতি থাকে। খঞ্জতা পায়েরই বাধা— উহা আত্মার বাধা নহে। যাহা কিছু ঘটুক না—সকল অবস্থাতেই তুমি এইরূপ বলিতে পার যে, এ বাধা আমার নহে, এ বাধা আর কিছুর।

৩। কে তবে তোমাকে উৎপীড়ন করে—কে তোমাকে কষ্ট দেয়? তোমার অজ্ঞানই তোমাকে উৎপীড়ন করে—তোমাকে কষ্ট দেয়। যখন আমরা বন্ধুবান্ধব হইতে—সুখ সম্পদ হইতে বিযুক্ত হই, তখন নিজের অজ্ঞানই আমাদিগকে উৎপীড়ন করে। ধাত্রী যখন কিয়ৎকালের জন্য শিশুর নিকট হইতে চলিয়া যায়, তখন শিশু ক্রন্দন করে; কিন্তু আবার যেই তাকে কিছু মিঠাই দেওয়া হয় অমনি সে তাহার দুঃখ ভুলিয়া যায়। তুমি কি সেই শিশুর মতন হইতে ইচ্ছা কর?

আমি যেন একটু মিষ্টান্নে ভুলিয়া না যাই, আমি যেন যথার্থ-জ্ঞানের দ্বারা—বিশুদ্ধ ভাবের দ্বারা পরিচালিত হই। সেই যথার্থ জ্ঞানটি কি?

মানুষের এইটুকু বুঝা উচিত—কি বন্ধু বান্ধব, কি পদমর্য্যাদা, এ সমস্ত কিছুই আপনার নহে—সমস্তই পর; নিজের দেহকেও পর বলিয়া বিবেচনা করিবে। ধর্ম্মের নিয়মকেই সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবে—চক্ষের সম্মুখে রাখিবে। সে ধর্ম্মের নিয়মটি কি? তাহা এই:—যাহা কিছু বাস্তবিক আপনার—তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিবে, অন্যের জিনিসে দাবি রাখিবে না। যাহা তোমাকে দেওয়া হইয়াছে তাহাই ব্যবহার করিবে;[১] যাহা তোমাকে দেওয়া হয় নাই তাহাতে লোভ করিবে না; যাহা তোমার নিকট হইতে ফিরিয়া লওয়া হইবে, তাহা তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সহজে ছাড়িয়া দিবে; যে কয়েক দিনের জন্য ভোগ করিতে পাইয়াছ, তজ্জন্য প্রদাতাকে ধন্যবাদ করিবে।

হতভাগ্য মনুষ্য! যাহা প্রতিদিন দেখিতেছ তাহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট নহ? এই সূর্য্য, এই চন্দ্র, এই সমুদ্র, এই পৃথিবী,—ইহাদের অপেক্ষা মহৎ অথবা বৃহৎ দ্রষ্টব্য পদার্থ আর কি আছে? যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে শাসন করিতেছেন, তিনি তোমার হৃদয়েও আছেন; তাঁহার পথের যদি তুমি পথিক হও, তাহা হইলে ক্ষুদ্র বিষয়ে তোমার কি আর আস্থা থাকে? আবার যখন, সেই চন্দ্র সূর্য্যকেও তোমার ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তখন তুমি কি করিবে?—শিশুর ন্যায় বসিয়া বসিয়া শুধু কি ক্রন্দন করিবে? তুমি এরূপ কষ্ট পাইতেছ কেন? যথার্থ জ্ঞানের অভাবেই কষ্ট পাইতেছ—মোহ বশতই কষ্ট পাইতেছ।

৫। হে মনুষ্য! আর কিছুতেই উন্মত্ত হইও না;—শুধু শান্তির জন্য, মুক্তির জন্য, মহত্ত্বের জন্য উন্মত্ত হও। দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হও। ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া, সাহস পূর্ব্বক এই কথা বল:—"এখন হইতে প্রভো, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই আমার প্রতি বিধান কর; তোমার যাহা ইচ্ছ, আমারও তাহাই ইচ্ছা;—আমি তোমারি। তোমার যাহা ভাল মনে হয় আমি তাহা কখনই পরিত্যাগ করিব না; যেখানে ইচ্ছা তুমি আমাকে লইয়া যাও, যে রূপ সজ্জায় আমাকে সজ্জিত করিতে চাহ, সেইরূপ সজ্জাতেই আমাকে সজ্জিত কর। তোমার কি ইচ্ছা,—আমি প্রভুত্ব করি, কিংবা সামান্য লোকের মত থাকি, কিংবা গৃহে অবস্থান করি, কিংবা নির্ব্বাসিত হই, কিংবা দারিদ্র্য ভোগ করি, কিংবা ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করি? যাহা তুমি বিধান করিবে, তাহাই আমি লোকের নিকট সমর্থন করিব, তাহাই উপাদেয় বলিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে প্রতিপাদন করিব।"

অতএব, যাহা তোমার পক্ষে বাস্তবিক অমঙ্গল, তাহাই মন হইতে দুর করিয়া দেও। দুঃখ, ভয়, লোভ, ঈর্ষা, মাৎসর্য্য, বিলাসিতা, ভোগাভিলাষ —এই সমস্ত মন হইতে অপসারিত কর। কিন্তু যতক্ষণ তুমি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি স্থির না রাখিবে—তাঁহার দ্বারা পরিচালিত না হইবে—তাঁহার পদে জীবন উৎসর্গ করিয়া তাঁহার আদেশ পালন না করিবে, ততক্ষণ ঐ সকল কুপ্রবৃত্তি তোমার মন হইতে কিছুতেই দুর হইবে না। এ ছাড়া তুমি যদি অন্য পথে যাও, তোমা অপেক্ষা প্রবলতর শক্তি আসিয়া তোমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। চিরকাল তুমি বাহিরে বাহিরে সুখ-সৌভাগ্য অন্বেষণ করিবে, অথচ কস্মিনকালেও তাহা পাইবে না। কেননা, তুমি সেইখানে উহা অন্বেষণ করিতেছ যেখানে পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, এবং সেইখানে অন্বেষণ করিতে উপেক্ষা করিতেছ যেখানে উহা বাস্তবিকই আছে।

1. ↕ মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং—উপনিষৎ।

কর্ত্তব্য।

১। অন্যের সহিত আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহা হইতেই আমাদের কর্ত্তব্য-সকল অবধারিত হয়। অমুক ব্যক্তি কি তোমার পিতা? তাহা হইলে এই বুঝায়, তোমাকে তাঁর সেবা করিতে হইবে, সকল বিষয়ে তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইবে, তাঁর ভ□□□সনা সহ্য করিতে হইবে, তাঁহার প্রদত্ত দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যদি তিনি অসৎ পিতা হয়েন, তাহা হইলে কি হইবে? কেবল সৎ পিতারই সহিত তোমার সম্বন্ধ হইবে—এরূপ কি কোন প্রকৃতির নিয়ম আছে?—না; প্রকৃতির নিয়ম শুধু এই—কোন-এক পিতার সহিত তুমি সম্বন্ধসূত্রে নিবদ্ধ হইবে।

তোমার ভাই তোমার ক্ষতি করিতেছে। করুক তাহার প্রতি তোমার যে সম্বন্ধ তাহা তুমি রক্ষা করিয়া চল। সে কি ব্যবহার করিতেছে, তাহা খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। কি ভাবে চলিলে তুমি নিজে স্বভাবের নিয়ম পালন করিতে পার, তুমি শুধু তাহাই দেখিবে। তুমি যদি নিজে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে কেহই তোমার ক্ষতি করিতে পারে না;—তুমি যদি মনে কর তোমার ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলেই তোমার বাস্তবিক ক্ষতি।

২। এইরূপে তুমি যদি সম্বন্ধগুলি প্রণিধান করিয়া দেখিতে অভ্যাস কর, তাহা হইলে প্রতিবেশীর প্রতি, স্বদেশীর প্রতি, আর আর সকলের প্রতি তোমার কি কর্ত্তব্য—তাহা সহজেই অবধারিত হইবে।

যার যে কাজ।

১। "চিরজীবন সম্মানিত হইয়াই আমাকে থাকিতে হইবে। দেশের মধ্যে আমার কোন স্থান নাই, আমি দেশের কেউ নই"— এইরূপ ভাবিয়া মনকে কষ্ট দিয়ো না। মান সম্ভ্রমের অপ্রাপ্তিকে তুমি কি অনিষ্ট জ্ঞান কর? পরকৃত পাপাচারণে যেমন তুমি পাপের ভাগী হও না, সেইরূপ পরকৃত কর্ম্মেও তোমার প্রকৃত অনিষ্ট হয় না। তুমি যখন কোন ভোজে নিমন্ত্রিত হও,— রাজ্যের কোন কর্ম্মপদে নিযুক্ত হও, —সে কি তোমার স্বকৃত কাজ? তবে, ইহাতে অসম্মানের কথা কি আছে? "আমি দেশের কেউ নই"—একথা তুমি কি করিয়া বল? যে সকল বিষয় তোমার নিজায়ত্ত, যাহাতে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যোগ্যতা দেখাইতে পার, শুধু সেই সকল বিষয়েই তুমি "দেশের কেউ" বলিয়া পরিচিত হইতে পার।

২। "আমার বন্ধুদের আমি কোন উপকার করিতে পারি না" — একথা কেমন করিয়া বল? বন্ধুদের উপকার করা? তাহারা তোমার নিকট হইতে অর্থ পাইবে না—পদ মান পাইবে না, একথা সত্য। এ সমস্ত কি আমাদের নিজায়ত্ত? যাহার যাহা নাই, সে কি তাহা অন্যকে দিতে পারে?

৩। "যদি না থাকে ত অর্জ্জন কর,"—লোকে এইরূপ বলে। এই সমস্ত অর্জ্জন করিতে গিয়া আমি যদি আমার ধর্ম্ম, আমার ভক্তি, আমার মহত্ত্ব, সমস্ত না হারাই, তাহা হইলে বল, কি উপায়ে উহা অর্জ্জন করিতে হইবে,— আমি তাহাই করিব। কিন্তু যে সকল জিনিস আদৌ ভাল নহে, তাহা অর্জ্জন করিতে গিয়া, যে সকল ভাল জিনিস আমার আছে—তোমার কথা-অনুসারে, আমি যদি সে সমস্ত হারাই, তাহা হইলে তোমাকে কি আমি অযথাবাদী ও অবিবেচক বলিয়া মনে করিব না? আচ্ছা, বল দেখি, তুমি এ-দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি চাও। অর্থ চাও?—না, চিরবিশ্বস্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ বন্ধুকে চাও? যদি তোমার বন্ধুর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে এমন কিছু তাহাকে করিতে বলিও না—যাহা করিতে গিয়া ঐ সমস্ত গুণ সে হারাইয়া ফেলে।

৪। "কিন্তু আমি যে তাহলে দেশের কোন কাজ করিতে পারিব না"। দেশের কাজ কাকে বলে? তোমার সে অর্থবল নাই যে তুমি একটা পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিবে কিংবা একটা নূতন ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিবে। দেশ, তোমার নিকট হইতে এই সমস্ত পাইবে না, সত্য। কিন্তু তাহাতে কি? দেশ ত কামারের নিকট জুতার প্রত্যাশা করে না, কিংবা মুচির নিকট অস্ত্রের প্রত্যাশা করে না। যাহার যে কাজ সে যদি তাহা সুসম্পন্ন করে, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। যদি তুমি দেশের একজনকেও ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ভগবৎ-ভক্ত করিয়া তুলিতে পার, তাহা হইলে কি তোমার দেশের কাজ করা হইল না? অতএব "আমি দেশের কোন কাজ করিতে পারিব না"—একথা কোন কাজের নহে।

৫। "তাহলে, দেশের মধ্যে, কোন্ পদ তোমাকে দেওয়া যাইতে পারে?" যে পদেই আমাকে প্রতিষ্ঠিত কর, দেখিও, যেন তাহাতে আমার ধর্ম্ম, আমার ঈশ্বরভক্তি লোপ না পায়। কিন্তু দেশের কাজ করিব মনে করিয়া যদি ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করি, যদি দেশকে অধর্ম্মে ও পাপে নিমগ্ন করি, তাহা হইলে আমা হইতে দেশের কি-কাজ হইল?

অভ্যাস ও সাধনা।

১। আমাদের প্রত্যেক শক্তিকে—প্রত্যেক বৃত্তিকে যদি আমরা কাজে খাটাই তবেই উহা পরিরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে; চলিবার শক্তি, চলিয়া-দৌড়িবার শক্তি, দৌড়িয়া বর্দ্ধিত হয়। তুমি যদি সুচারুরূপে কোনকিছু আবৃত্তি করিতে চাহ, তাহা হইলে ক্রমাগত তাহার আবৃত্তি করিতে হইবে; যদি ভাল লিখিতে চাহ, তাহা হইলে ক্রমাগত লিখিতে হইবে। যদি একমাস কাল তুমি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি না কর—আবৃত্তি না করিয়া আর কিছু কর—তাহা হইলে দেখিবে, তাহার ফল কি হয়। যদি তুমি দশ দিন শয্যাশায়ী থাকিয়া, তাহার পর একদিন, অনেক দূর হাঁটিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিবে, তোমার পা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। স্থূল কথা, যদি কোন বিষয়ে তুমি দক্ষতা লাভ করিতে চাহ, তাহা হইলে, কাজে তাহা কর; আর যদি কোন বিষয়ে নিবৃত্ত হইতে চাহ, তাহা হইলে, একেবারেই তাহা করিও না। তাহার বদলে আর কিছু কর।

২। আধ্যাত্মিক বিষয়েও ঠিক্ এইরূপ। তুমি যদি এক বার ক্রুদ্ধ হও, তাহা হইলে জানিবে, তাহাতে তোমার এক বার মাত্র অনিষ্ট হইল না,—প্রত্যুত, ঐ অনিষ্টের প্রবণতা বৃদ্ধি হইল;—তুমি অনলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে। তুমি যদি রিপুর দ্বারা অভিভূত হও, তাহা হইলে মনে করিও না—তোমার উপর রিপু একবার মাত্র জয় লাভ করিল; পরন্তু ইহার দ্বারা তুমি তোমার ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্যকে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিলে। কেননা কার্য্যের দ্বারাই শক্তিসমূহ—বৃত্তিসমূহ ফুটিয়া উঠে, প্রবল হইয়া উঠে, ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, এই রূপেই আত্মারও পাপ-প্রবণতার বৃদ্ধি হয়। ধনে যদি তোমার কখন লোভ হয়, আর সেই সময়ে যদি তুমি ধর্ম্মবুদ্ধির শরণাপন্ন হও, তাহা হইলে, তোমার লোভের ও দমন হইবে এবং তোমার ধর্ম্মবুদ্ধিও বললাভ করিয়া স্বপদে পূর্ব্ববৎ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু যদি তুমি ধর্ম্মবুদ্ধির শরণাপন্ন না হও, তাহা হইলে, তোমার আত্মার পূর্ব্ববৎ নির্ম্মল অবস্থা আর ফিরিয়া পাইবে না; যখনি আবার কোন প্রলোভন আসিবে, তখন পূর্ব্বাপেক্ষা আরো শীঘ্র তোমার বাসনানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। এইরূপ যখন ক্রমাগত ঘটিতে থাকিবে, তখন তোমার আত্মা ক্রমশঃ অসাড় হইয়া পড়িবে; এই দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত, তোমার ধনলালসাও আরো প্রবল হইয়া উঠিবে। যে ব্যক্তি একবার জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহার জ্বর ত্যাগ হইলেও,সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করিলে, সে আর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। আত্মার রোগেও এইরূপ হইয়া থাকে। রোগের পর, আত্মায় যে সকল ক্ষতচিহ্ন থাকিয়া যায়, সেই ক্ষতচিহ্নগুলিকে যদি একেবারে নির্ম্মূলিত না কর, আর সেই স্থানে আবার যদি কখনও পাপের আঁচ লাগে, তাহা হইলে, সেই ক্ষতচিহ্নগুলি তখন আর চিহ্নমাত্র থাকে না, তখন সেইখানে আবার "দগ্‌দগে ঘা" হইয়া পড়ে।

৩। "আমার কোপন-স্বভাব চলিয়া যাউক"—এই রূপ যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে উহার প্রবণতাকে পোষণ করিও না; উহাতে এমন কোন আহুতি প্রদান করিও না যাহাতে উহা আরো জ্বলিয়া উঠে; প্রথম হইতেই শান্তভাব ধারণ কর; এবং বিনা ক্রোধে কতদিন অতিবাহিত হইল তাহার গণনা করিতে থাক;—"এইবার আমি একদিন ক্রুদ্ধ হই নাই;—এইবার, দুই দিন ক্রুদ্ধ হই নাই;—এইবার, তিন দিন ক্রুদ্ধ হই নাই";—এইরূপ যদি ৩০ দিন ক্রুদ্ধ না হইয়া থাকিতে পার, তখন দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে প্রবণতাগুলি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া, একেবারেই নির্ম্মূলিত হইবে।

৪। ইহাতে সুসিদ্ধ কিরূপে হওয়া যায়? আত্মপ্রসাদ লাভ করিব,—ঈশ্বরের সমক্ষে নিষ্কলঙ্ক সুন্দর থাকিব—এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প হৃদয়ে ধারণ কর; আমি আমার নির্ম্মল অন্তরাত্মার নিকটে নির্ম্মল থাকিব, ঈশ্বরের নিকটে বিশুদ্ধ থাকিব—সর্ব্বান্তঃকরণে এইরূপ ইচ্ছা কর। পরে যদি কোন প্রলোভনে পতিত হও, তখন কি করিবে? প্লেটো কি বলেন শোন:— পুণ্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, দুর্ব্বলের সহায় ও আশ্রয় দেবতাদিগের মন্দিরে গিয়া প্রার্থনাদি কর।" কি মৃত, কি জীবিত সর্ব্বপ্রকার সাধু ও জ্ঞানী লোকের সহবাস অন্বেষণ কর, তাহা হইলেও যথেষ্ট হইবে।

৫। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে, তুমি প্রলোভনকে জয় করিতে পারিবে;—প্রলোভনের দ্বারা অভিভূত হইবে না। কিন্তু প্রথম হইতেই প্রলোভনের উদ্দামবেগে ভাসিয়া যাইও না। প্রথমেই তাহাকে এইরূপ বলিবে "রে প্রলোভন! একটু অপেক্ষা কর; আগে আমি দেখি—বস্তুটা তুই কি;— আর, তোর কাজটাই বা কি;— তোকে একবার যাচাইয়া লই।" প্রলোভনের দ্বারা নীয়মান হইবার পূর্ব্বে, একবার মনে মনে কল্পনা করিয়া দেখ, উহার শেষপরিণামটা কি। তা যদি না কর, তোমার চিত্তকে সে অধিকার করিয়া বসিবে এবং যেখানে খুসি তোমাকে লইয়া যাইবে। আর এক কাজ কর;—এই নীচ প্রলোভনের বিরুদ্ধে একটা উচ্চতর মহত্তর প্রলোভন আনিয়া তোমার সম্মুখে খাড়া কর, এবং সেই উচ্চ প্রলোভনের সাহায্যে নীচ প্রলোভনটাকে দুর করিয়া দেও। এইরূপে যদি তুমি অভ্যাস সাধনা কর, তাহা হইলে দেখিবে, তোমার স্কন্ধ, তোমার পেশী, তোমার স্নায়ু কতটা বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু তাহা না করিলে, কেবল কথাই সার হইবে—কথা ছাড়া আর কিছুই হইবে না।

৬। সে-ই যথার্থ মল্লযোদ্ধা, যে এই সকল প্রলোভনের সহিত নিয়ত যুদ্ধ করে। মহান্ এই সংগ্রাম, স্বর্গীয় এই ব্রত,—যাহার ফল সর্ব্বাধিপত্য, যাহার ফল স্বাধীনতা, যাহার ফল সৌভাগ্য সমৃদ্ধি, যাহার ফল চিত্ত-শান্তি। ঈশ্বরকে স্মরণ কর, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা কর, তাঁহার শরণাপন্ন হও। ঝড়ের সময় নাবিক যেমন বরুণদেবকে ডাকে, তেমনি এই প্রলোভন-ঝটিকায় ঈশ্বরকে ডাক। যে ঝড়ে বিবেকবুদ্ধি অভিভূত ও বিপর্য্যস্ত হয়,

তাহা অপেক্ষা প্রবল ঝড় আর কি আছে? আর যাহাকে তুমি ঝড় বল—সেই বা কি? সেও ত একটা প্রতীতি মাত্র—একটা অবভাস মাত্র। তাহা হইতে মৃত্যুভয় অপসারিত করিয়া লও,—দেখিবে,—যতই বজ্র বিদ্যুৎ হউক—আকাশ বেশ নির্ম্মল;—দেখিবে, আত্মার কাণ্ডারী সেই বিবেকবুদ্ধি কেমন স্থির ও প্রশান্ত! কিন্তু একবার পরাভূত হইয়া, যদি তাহার পর তুমি বল?—"এইবার আমি জয়ী হইব," এবং প্রত্যেক বার যদি এই একই কথা তুমি বলিতে থাক, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে,—অবশেষে তোমার এমন একটা হীনদশা উপস্থিত হইবে—তোমার এমন একটা দুর্ব্বল অবস্থা আসিয়া পড়িবে যে, তখন তুমি পাপ করিতেছ বলিয়া জানিতেও পারিবে না; তখন তুমি সেই পাপ-কার্য্যের জন্য নানাপ্রকার ওজর খুঁজিতে থাকিবে; তখন হেসিয়ডের এই উক্তিটির সত্যতা প্রমাণ হইবে:—

"দীর্ঘসূত্রী যুঝে সদা অশেষ অনর্থ-সাথে।"

৭। তবে কি মানুষ এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া চিরকাল নির্দোষ থাকিতে পারে?—না, তাহা পারে না। তবে নির্দোষিতার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করা—মানুষ অন্ততঃ এইটুকু পারে। আমাদের চেষ্টায় একটুও বিরাম না দিয়া, কিছুমাত্র শৈথিল্য না করিয়া, অন্ততঃ দুই চারিটি দোষ হইতেও যদি আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহা হইলেও আমাদের পরম সৌভাগ্য! তুমি যে এখন বলিতেছ— "কল্য হইতে আমি সাবধান হইব", এ কথার অর্থ এই —"আজ আমি নির্লজ্জ হইব, দুরাগ্রহী হইব, নীচ হইব; আজ আমাকে কষ্ট দিতে অপরের সামর্থ্য থাকিবে, আজ আমি ক্রোধের বশীভূত হইব, ঈর্ষার বশীভূত হইব।" দেখ, কতগুলা পাপকে তুমি ডাকিয়া আনিতেছ! কল্যকার জন্য যদি কোন কাজ ভাল মনে কর, সে কাজটা আজই করা কি আরো ভাল নহে? কাল যদি কোন কাজ করিবার যোগ্য হয়, আজ কি তাহা আরো করিবার যোগ্য নহে? আজ, সে কাজ আরো এইজন্য করা উচিত যে, কাল তাহা করিতে তুমি সমর্থ হইবে—করিবার জন্য বল পাইবে; তাহা হইলে তুমি আর তাহা পর দিনের জন্য স্থগিত রাখিবে না।

মানুষের মধ্যে ঈশ্বর।

১। ঈশ্বর হিতকারী। মঙ্গলও হিতকারী। অতএব ইহাই সম্ভব, — যেখানে ঈশ্বরের সারাংশ সেইখানে মঙ্গলেরও সারাংশ থাকিবে। ঈশ্বরের সারাংশ কি?—মেদমজ্জা মাংস?—না, তাহা হইতেই পারে। না।— ভূসম্পত্তি? না, তাহাও নহে। যশ? না, তাহাও নহে। আত্মা?—হাঁ তাহাই বটে। ইহা মঙ্গলেরও সারাংশ। ইহা কি তুমি উদ্ভিজ্জের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে? কখনই না। কোন অজ্ঞান জীবের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে?—কখনই না। বুদ্ধি জ্ঞানসম্পন্ন জীব আর অজ্ঞান জীব এই উভয়ের মধ্যে যে ভেদ, সেই ভেদের মধ্যেই ইহার অন্বেষণ না করিয়া, এখনও তবে অন্যত্র কেন অন্বেষণ করিতেছ?

২। উদ্ভিজ্জরা ইন্দ্রিয়-প্রতীতি অনুসারে কাজ করে না। অতএব, ইহাদের সম্বন্ধে মঙ্গলামঙ্গলের কথা আমি বলিতেছি না। ইন্দ্রিয়প্রতীতি অনুসারে কাজ করিবার যাহাদের শক্তি আছে, মঙ্গলের কথা তাহাদের সম্বন্ধেই খাটে। শুধু কি তাই? না, শুধু তাহাই নহে। কেননা তা যদি হয়, তবে বলিতে হইবে শুভ ও অশুভ নিকৃষ্ট জীবের মধ্যেও আছে। কিন্তু তাহা তুমি কখনই বলিবে না। আর তোমার কথাই ঠিক্। কেননা, যদিও তাহারা সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়-প্রতীতি অনুসারে চলিতে পারে, কিন্তু উহার ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ ও বিচার করিতে তাহারা অসমর্থ। এবং ইহাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাহারা অপরের সেবার জন্যই রহিয়াছে। তাহাদের নিজের কোন মহৎ উদ্দেশ্য নাই। গর্দ্দভ-জীবনের পরম উদ্দেশ্য কি? পরের ভার বহন করাই তাহাদের একমাত্র কাজ। পরের প্রয়োজনের জন্যই তাহাদের পথ চলিতে হয়। এবং সেই জন্যই সে, ইন্দ্রিয়-প্রতীতি-অনুসারে কাজ করিবার শক্তি পাইয়াছে। তা না হইলে, সে চলিতে পারিত না। কিন্তু তাহার এই পর্য্যন্তই শেষ। কেননা, সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয়-প্রতীতির প্রয়োগ সম্বন্ধও যদি তাহার পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও বিচারশক্তি থাকিত, তাহা হইলে ন্যায্যতঃ সে আর আমাদের অধীন হইত না, আমাদের সেবায় নিযুক্ত হইত না; তাহা হইলে সে আমাদের সমতুল্য হইত আমাদের সদৃশ হইত।

৩। কেননা, ব্যবহার এক কথা, এবং পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলন আর এক কথা। ইতর জীবেরা শুধু ইন্দ্রিয়-প্রতীতি অনুসারেই কাজ করিবে, কিন্তু আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় প্রতীতিগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ করিব —অনুশীলন করিব, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। এই জন্য আহার নিদ্রা মৈথুন— এই সকল কাজই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের শক্তি দিয়াছেন, তাই আমাদের পক্ষে উহা যথেষ্ট নহে। কিন্তু আমরা যদি কোন একটা বিশেষ অনুশাসন ও নিয়ম-অনুসারে বাহ্য প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির সহিত মিল না রাখিয়া চলি, তাহা হইলে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে আমরা কখনই সমর্থ হইব না। কেননা, যেখানে

দৈহিক প্রকৃতি বিভিন্ন, সেখানে কার্য্য ও উদ্দেশ্যও বিভিন্ন হইবে। যদি কোন দৈহিক প্রকৃতি শুধু ইন্দ্রিয়-প্রতীতি অনুসারে চলিবার উপযোগী হয়, তবে তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যেখানে ইন্দ্রিয়-প্রতীতির ব্যবহার-সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলন আবশ্যক, সেখানে পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলন শক্তির যথাযথ প্রয়োগ না হইলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তুমি তবে বলিতে চাহ কি? ঈশ্বর অন্যান্য জীবজন্তুকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন,—কাহাকে ভূমি কর্ষণের জন্য, কাহাকে দুগ্ধ দিবার জন্য, কাহাকে বা ভার বহনের জন্য। ইন্দ্রিয়-প্রীতি-সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলন করা—ভেদাভেদ নির্ণয় করায় তাহাদের প্রয়োজন কি? কিন্তু ঈশ্বর ও তাঁহার রচনার সাক্ষীরূপে—শুধু সাক্ষী নহে—ব্যাখ্যাতারূপে মনুষ্য এই জগতে আসিয়াছে। অতএব মূঢ় ইতর জীবেরা যে সকল কাজ করে—শুধু তাহাতেই শেষ করা মানুষের পক্ষে বিশেষ লজ্জার কথা। ইতর জীবেরা যেখান হইতে আরম্ভ করে, মানুষ ও সেখান হইতে আরম্ভ করুক,—কিন্তু মানব-প্রকৃতির যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানে গিয়াই যেন মানুষ তাহার কার্য্য শেষ করে। আমাদের প্রকৃতির শেষ কোথায়?—না, ধ্যানধারণায়। ইন্দ্রিয়-প্রতীতির সহিত কিসে মিল হয়, আমাদের প্রকৃতি নিয়তই তাহার জন্য চেষ্টা ও অনুশীলন করিতেছে। এই সকল, না দেখিয়া শুনিয়া তোমরা যেন ইহলোক হইতে অপসৃত না হও।

৪। কিন্তু তোমার বলিবার অভিপ্রায় কি? এই সকল ইতর জীবেরাও কি ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে? অবশ্যই ঈশ্বরের সৃষ্টি। কিন্তু ঈশ্বরের পরা-সৃষ্টি নহে। উহাদের মধ্যে ঈশ্বরাংশ নাই। কিন্তু তুমি একটি পরম পদার্থ। তুমি ঈশ্বরের একটি অংশ। কোন্ উচ্চকুলে তোমার জন্ম, তাহা কি তুমি জান না? জাননা তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? যখন তুমি অন্নভোজন কর তখন কি তোমার স্মরণ হয় না, কে অন্ন ভোজন করিতেছে?—ভোজন করিয়া কাহাকে তুমি পোষণ করিতেছ? কথায় বার্ত্তায়, আহারে বিহারে, কাজে কর্ম্মে, তুমি যে একটি খণ্ড-ঈশ্বরকে পোষণ করিতেছ,—পরিচালিত করিতেছ, তাহা কি তুমি জান না? হতভাগ্য মনুষ্য! একটি খণ্ড-ঈশ্বরকে তোমার অভ্যন্তরে ধারণ করিয়া, তোমার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র লইয়া বেড়াইতেছ;—তুমি তাহা জান না! তুমি কি মনে করিতেছ, আমি কোন স্বর্ণময়, রজতময় ঈশ্বরের কথা বলিতেছি যাহা তোমার বাহিরে অবস্থিত? না, তাহা নহে। তোমার অন্তরেই তুমি তাঁহাকে বহন করিতেছ। অতএব দেখিও যেন তোমার কোন অপবিত্র চিন্তা—কোন জঘন্য কার্য্য তাঁহার সিংহাসনকে কলুষিত না করে। তুমি এখন যাহা করিতেছ ঈশ্বরের কোন প্রতিমূর্ত্তির নিকটেও তুমি তাহা করিতে সাহসী হইতে না। কিন্তু তোমার অন্তরে ঈশ্বর স্বয়ং অধিষ্ঠিত। তিনি সমস্তই দেখিতেছেন, সমস্তই শুনিতেছেন। তাঁহার সমক্ষে তুমি এই সকল চিন্তা বা এই সকল কার্য্য করিতে লজ্জিত হইতেছ না? হে আত্মপ্রকৃতি-অনভিজ্ঞ মনুষ্য সাবধান! ঈশ্বরের রুদ্রমূর্ত্তি যেন তোমায় দেখিতে না হয়।

৫। কেন তবে আমরা যুবকদিগকে বিদ্যালয় হইতে জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে পাঠাইতে এত ভয় করি? পাছে তাহারা কোন অন্যায় কাজ করে, বিলাসী ও লম্পট হয়, চীরবস্ত্র পরিধানে হীনতা মনে করে, চারু পরিচ্ছদ ধারণে উদ্ধত হইয়া উঠে,—এইরূপ আমাদের নানা আশঙ্কা হইয়া থাকে। যে এরূপ ভয় করে, সে আপনার ঈশ্বরকে জানে না; জানে না, কাহার সঙ্গে সে যাইতেছে। যদি কেহ আমাকে বলে — "গুরুদেব! তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকিতে, তাহা হইলে কোন ভয় হইত না।" এইরূপ কথায় আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। কেন হে বাপু! তোমার ঈশ্বর কি তোমার সঙ্গে নাই? অথবা তাহাকে পাইয়াও অন্যের সঙ্গ তুমি কেন অন্বেষণ করিতেছ?

৬। প্রসিদ্ধ ভাস্কর "ফিডিয়াসের" নির্ম্মিত কোন দেবমুর্ত্তি যদি তুমি হইতে, তাহা হইলে আপনার সম্বন্ধেও একটু বিবেচনা করিয়া চলিতে, তোমার নির্ম্মাতা ভাস্করের সম্বন্ধে ও একটু বিবেচনা করিয়া চলিতে। আর, যদি তোমার চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে, তোমার নির্ম্মাতার অযোগ্য কোন কাজ করিতে না, কোন প্রকার অশোভন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিতে না। কিন্তু তোমাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সেই ঈশ্বরের নিকটে তুমি কি ভাবে আইস সে বিষয়ে তুমি ভ্রুক্ষেপ মাত্র কর না। অথচ, এই যে শিল্পী ইনি কি অপর শিল্পীর মত? ইঁহার রচনা কি অপর শিল্পীর রচনার মত? সে কি অপূর্ব্ব রচনা। —যাহাতে রচয়িতার রচনা-শক্তি সেই রচনার মধ্যেও বিদ্যমান! অপর ভাস্করেরা পাষাণ ও ধাতুর দ্বারা মূর্ত্তি গঠন করে। ফিডিয়াস "বিজয়লক্ষ্মীর"র যে মূর্ত্তি গড়িয়াছেন সে এক স্থানেই দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরসৃষ্ট মূর্ত্তিদিগের গতিক্রিয়া আছে, শাসোচ্ছ্বাস আছে—তাহারা ইন্দ্রিয়প্রতীতির ব্যবহার ও বিচার করিতে সমর্থ। এরূপ শিল্পী—যাঁহার তুমি রচনা—তুমি কি তাঁহার অবমাননা করিবে? শুধু যে তিনি তোমাকে রচনা করিয়াছেন তাহা নহে, তোমার হস্তেই আপনাকে ন্যস্ত করিয়াছেন—সমর্পণ করিয়াছেন। এ কথাটাও কি তুমি স্মরণ করিবে না? যাঁহার তুমি রক্ষণভার গ্রহণ করিয়াছ তাঁহাকে অবহেলা করিবে? মনে কর, ঈশ্বর যদি কোন অনাথকে, তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তুমি কি তাহাকে অবহেলা করিতে? এখন তোমায় তিনি আপনাকে দান করিয়া এই রূপ বলিতেছেন:— "তোমা অপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য লোক আমার আর কেহই নাই; এই মানুষটিকে প্রকৃতি যেরূপ ভাবে গড়িয়াছেন, ইহাকে তুমি ঠিক সেইভাবে রক্ষা করিবে;— ইহাকে ভক্তিমান, শ্রদ্ধাবান্, উন্নত, শান্ত, দান্ত, নির্ভয় করিয়া রাখিবে। কিন্তু তুমি তাহা কিছুতেই করিবে না। কি আক্ষেপের বিষয়!

বিরহ বিচ্ছেদ।

১। আর একজনের দোষে তোমার অনিষ্ট হইবে, এরূপ মনে করিও না। অন্যের সঙ্গে থাকিয়া তুমি অসুখী হইবে এইজন্য তুমি জন্মাও নাই; প্রত্যুত, অন্যের সঙ্গে থাকিয়া সুখী হইবে—সৌভাগ্যবান হইবে এই জন্যই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি কেহ দুর্ভাগ্য ও অসুখী হয়, সে জানিবে তাহার স্বকৃত কর্ম্মের ফল। কারণ, ঈশ্বর সকল মনুষ্যকেই সুখী করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন—সকলকেই ভাল অবস্থায় স্থাপন করিয়াছেন। এই অভিপ্রায়ে, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে এমন কতকগুলি জিনিস দিয়াছেন যাহা তাহার নিজের; এবং আর কতকগুলি জিনিস দিয়াছেন যাহা তাহার নিজের নহে। যে সকল বস্তু প্রাকৃতিক বাধার অধীন, অনিবার্য্য শক্তির অধীন, বিনাশের অধীন, তাহা তাহার নিজস্ব নহে, ইহার বিপরীতই তাহার নিজস্ব বস্তু। যিনি নিয়ত আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, পিতার ন্যায় আমাদিগকে পালন করিতেছেন, সেই ঈশ্বর, এমন কতকগুলি জিনিস আমাদের নিজস্ব করিয়া দিয়াছেন, যাহার উপর আমাদের প্রকৃত মঙ্গল নির্ভর করে।

২। "কিন্তু আমি অমুককে ছাড়িয়া আসিয়াছি, সেই জন্য তিনি কষ্ট পাইতেছেন"। যে সকল বস্তু তাঁহার আপনার নহে, তাহাদিগকে আপনার বলিয়া কেন তিনি মনে করেন? তোমাকে দেখিয়া যখন তাঁর আনন্দ হয়, তখন কি তিনি ভাবেন না, তুমি মর্ত্যজীব—কোন্ দিন অন্য লোকে চলিয়া যাইবে? তাই তিনি এখন তাঁহার অবিবেচনার ফল ভোগ করিতেছেন। কিন্তু তুমি কেন ক্রন্দন করিতেছ? তোমার প্রিয় বস্তুর সহিত তুমি চিরকাল একত্র বাস করিতে পারিবে, অবোধ রমণীর ন্যায় তুমিও কি তাই ভাবিতেছ? সেই সব প্রিয়জনকে দেখিতে পাইতেছ না —সেই সব প্রিয় স্থানে যাইতে পারিভেছ না বলিয়া তুমি এখন কাঁদিতেছ? তুমি তবে কাক-বায়সাদি অপেক্ষাও হতভাগ্য। তাহারা যথাইচ্ছা উড়িয়া যায়, নীড় পরিবর্ত্তন করে, সমুদ্রপারে গমন করে;—যাহা কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া যায়, তাহার জন্য বিলাপ করে না—তাহার জন্য লালায়িত হয় না।

—"হাঁ, তাহারা এইরূপই বটে, কেন না তাহারা বুদ্ধিহীন জীব"। তবে কি দেবতারা এই জন্যই আমাদিগকে বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়াছেন যে আমরা চিরকালের জন্য অসুখী হই? এসো তবে আমরা সকলেই অমর হই, বিদেশে যেন আমরা কখন না যাই, বৃক্ষাদির ন্যায় একস্থানেই বদ্ধমূল হইয়া থাকি। যদি আমাদের কোন সঙ্গী আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তবে এসো আমরা তাহার জন্য কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদি; আবার সে ফিরিয়া আসিলে শিশুর ন্যায় হাত তালি দিয়া নৃত্য করি!

৩। এখনও কি তবে আমাদের স্তন্য ছাড়িবার বয়স যায় নাই? তত্ত্বজ্ঞানীদের কথা এখনও কি আমরা স্মরণ করিব না? এত দিন কি তবে কুহকীর মন্ত্রের ন্যায় তাহাদের কথাগুলা শুনিয়াছিলাম? তাঁহারা কি বলেন নাই?—এই জগৎ, একটি অখণ্ড শাসনতন্ত্রের অধীন, একই উপাদানে নির্ম্মিত; সুতরাং ইহার একটা নির্দ্দিষ্ট কালচক্র—একটা নির্দ্দিষ্ট কল্পকাল অবশ্যই থাকিবে; কতকগুলি পদার্থ চলিয়া যাইবে, আর কতকগুলি পদার্থ তাহার স্থান অধিকার করিবে;—কতকগুলির তিরোভাব ও কতকগুলির আবির্ভাব হইবে; কতকগুলি অচলভাবে ও কতকগুলি সচলভাবে অবস্থান করিবে। কিন্তু ইহা জানিবে, সকল পদার্থই দেবতা ও মনুষ্যের প্রেমে পরিপূর্ণ। প্রকৃতির নিয়মে সকলেই পরস্পরের সহিত স্নেহমমতার বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু চিরকাল একত্র থাকাও প্রকৃতির নিয়ম নহে। যত দিন একত্র থাকিতে পার,—আনন্দ কর, কিন্তু কেহ তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে পরিতাপ করিও না।

৪। হার্কুলিস্ সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার কয়জন বন্ধু ছিল? তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তিনি বিলাপও করেন নাই—পরিতাপও করেন নাই। তিনি তাহাদিগকে অনাথ করিয়াও যান নাই। কারণ, তিনি জানিতেন, কোন মনুষ্যই অনাথ নহে; একজন পরম পিতা আছেন যিনি অবিরত সকলেরই রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করিতেছেন। হার্কুলিস ঈশ্বরকে সকলের পিতা বলিয়া শুধু জানিতেন না, তিনি তাঁহাকে বিশেষরূপে আপনার পিতা বলিয়া জানিতেন। এই তিনি সকল স্থানেই সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৫। সুখ এবং যাহা তোমার নাই তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা—এই দুই জিনিস একসঙ্গে কখনই থাকিতে পারে না। সুখ, সমস্ত বাসনার চরিতার্থতা চাহে,—পূর্ণ পরিতৃপ্তি চাহে;—তাহার সহিত ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকা চলে না। এমন কোন্ সাধু ব্যক্তি আছে যে আপনাকে জানে না? যে আপনাকে জানে, সে কি একথাও জানে না যে, দুই জন কখনই একত্র চিরকাল থাকিতে পারে না? সে কি জানে না—"যারই জন্ম তারই মৃত্যু"? যাহা পাওয়া অসম্ভব, তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা করা কি বাতুলতা নহে? যে এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে না, সে আপনার ভ্রান্ত প্রতীতি অনুসারেই কাজ করে।

৬। "কিন্তু আমার মা যে আমাকে না দেখিলে কাঁদেন"। এই সকল উপদেশ-বাক্য তিনি কি তবে কখন শুনেন নাই? তুমি তবে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা কর। তা ছাড়া তুমি আর কি করিতে পার। পরের দুঃখ নিবারণ করা সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু আমার নিজের দুঃখ নিবারণ করা সম্পূর্ণরূপে আমার সাধ্যায়ত্ত। কোন অনিবার্য্য প্রাকৃতিক ঘটনার জন্য বিলাপ করিলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হইবে; তাহা হইলে

দিবা রাত্রে আমার মনের শান্তি থাকিবে না। গভীর রজনীতে, যদি কোন সংবাদ আইসে, যদি কাহারও নিকট হইতে পত্র আইসে, অমনি আমি শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠি এবং না জানি কি সংবাদ এই মনে করিয়া কাঁপিতে থাকি। "রোম হইতে একজন পত্রবাহক আসিয়াছে"—"যদি কোন অশুভ সংবাদ হয়।" তোমার কি অশুভ হইতে পারে যখন তুমি সেখানে নাই। "গ্রীস হইতে একটা পত্র আসিয়াছে,"—"কোন অশুভ সংবাদ নহে ত?"—এইরূপ সকল স্থানই তোমার পক্ষে অমঙ্গলের প্রস্রবণ হইয়া উঠে। যেখানে তুমি রহিয়াছ, সেখানকার অশুভই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নহে? সমুদ্রপারেও কি তোমার নিস্তার নাই?—পত্রাদিতেও কি তোমার নিস্তার নাই? তুমি তবে কোথায় গিয়া নিরাপদ হইবে? "আমার যে সকল আত্মীয় বন্ধু বিদেশে আছেন, তাঁহাদের যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কি হইবে?"—বিধাতার অখণ্ডনীয় নিয়মে যে সকল জীব মৃত্যুর অধীন—তাহাদের মৃত্যু এক সময়ে অবশ্যই হইবে। তুমি তাহাতে কি করিবে? তুমি তবে দীর্ঘজীবি হইতে কেন ইচ্ছা কর? অধিক দিন বাঁচিলে কোন-না-কোন প্রিয়জনের মৃত্যু কি তোমায় দেখিতে হইবে না? তুমি কি জান না, দীর্ঘকালের মধ্যে কত কি ঘটিতে পারে?—কেহ বা জ্বর রোগে, কেহ বা দস্যুর হস্তে, কেহ বা রাজার উৎপীড়নে ধরাশায়ী হইবে। ইহারাই আমাদের পরিবেষ্টন—ইহারাই আমাদের সঙ্গী। শীত, গ্রীষ্ম, অযথারূপে জীবনযাপন, জলে স্থলে ভ্রমণ, ঝঞ্ঝাবাত,—এইরূপ কত অবস্থায় পড়িয়া মনুষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেহ বা নির্ব্বাসনে, কেহ বা দৌত্যকার্য্যে, কেহ বা রণক্ষেত্রে গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে। তুমি তবে এই-সবে ত্রস্ত হইয়া চুপ্ করিয়া ঘরে বসিয়া থাক, কেবলি বিলাপ কর, ক্রন্দন কর, অসুখী হও, পরের উপর নির্ভর করিয়া থাক;—একটি নহে—দুইটী নহে—সহস্র বাহ্য ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া থাক।

৭। তুমি কি তবে ইহাই শুনিয়াছ? ইহাই কি তত্ত্বজ্ঞানীদের নিকট উপদেশ পাইয়াছ? তুমি কি জান না, এখানে সংগ্রামই জীবনের একমাত্র কাজ? তোমার প্রতি সেনাপতির কোন কঠিন আদেশ হইলে, তুমি যদি দুঃখ প্রকাশ কর—যদি তুমি তাহা পালন না কর, তাহা হইলে সমস্ত সৈন্যমণ্ডলীকে কু-দৃষ্টান্ত দেখানো হইবে, তাহা কি তুমি জান না? তাহা হইলে তোমার দৃষ্টান্তে কেহই আর খাত খনন করিবে না, প্রাকার নির্ম্মাণ করিবে না, পাহারা দিবে না—কেহই বিপদের মুখে অগ্রসর হইবে না, সকলেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। আবার যদি জাহাজের নাবিক হইয়া একস্থানেই তুমি বসিয়া থাক, কোথাও নড়িতে না চাহ, যদি মাস্তুলে উঠিতে বলিলে না ওঠো, গলুইয়ের মুখে বাইতে বলিলে না যাও, তাহা হইলে কোন্ জাহাজের কাপ্তেন তোমার সম্বন্ধে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন?—তিনি কি আবর্জ্জনা মনে করিয়া, কাজের প্রতিবন্ধক মনে করিয়া, অন্য নাবিকের পক্ষে কুদৃষ্টান্ত মনে করিয়া, তোমাকে জাহাজ হইতে বাহির করিয়া দেন না?

৮। সেই প্রকার এখানেও প্রত্যেক মনুষ্যের জীবন, দীর্ঘকালব্যাপী একপ্রকার সংগ্রাম বলিয়াই জানিবে;—উহা বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ। এখানে সকলকে সৈনিক হইতে হইবে, সেনাপতির ইঙ্গিত মাত্রে সমস্ত আদেশ অকাতরে পালন করিতে হইবে। এমন কি, তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় কি, তাহাও কখন কখন অনুমান করিয়া লইতে হইবে। সেনাপতি যেখানে যাইতে বলিবেন সেইখানেই যাইতে হইবে। তুমি কি উদ্ভিজ্জের ন্যায় এক স্থানে বদ্ধমূল হইয়া থাকিতে চাহ? হাঁ, তাহাতে আরাম আছে, সুখ আছে। কে তাহা অস্বীকার করিতেছে? মুখরোচক খাদ্য কি সুখের সামগ্রী নহে? সুন্দরী স্ত্রী কি সুখের সামগ্রী নহে? যাহারা নীচ পাশবসুখে আসক্ত, তাহাদের মুখেই এ কথা শোভা পায়।

৯। এই সকল নীচ বাসনা পরিত্যাগ কর। এই সকল বিলাসীদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিও না। অবাধে পূর্ণমাত্রায় নিদ্রা যাইব, শয্যা হইতে উঠিয়া অলসভাবে জৃম্ভন করিব, মুখ প্রক্ষালন করিব, ইচ্ছামত লিখিব পড়িব, তার পর তুচ্ছ কথাবার্ত্তায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিব, যাহা আমি বলিব তাহাতেই বন্ধুগণ আমার প্রশংসা করিবে, তার পর একটু বেড়াইতে বাহির হইব, তাহার পর স্নান, তাহার পর আহার, তাহার পর আবার বিশ্রাম করিব —ইহা ভিন্ন তাহাদের কি আর কোন আকাঙ্ক্ষা আছে? সক্রেটিস্ ও ডায়োজিনিসের শিষ্য হে সত্যের সেবকগণ! তোমরা কি এইরূপ জীবন প্রার্থনীয় বলিয়া মনে কর?

১০। "তাহা হইলে আমি কি মায়ামমতা পরিত্যাগ করিব?" মানুষ দীনভাবে বিলাপ করিবে, পরের উপর একান্ত নির্ভর করিবে, কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলেই ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিবে ইহা বিবেকসম্মত কাজ নহে। বিবেকের অধীন হইয়া স্নেহ মমতা কর।

কিন্তু যদি এইরূপ স্নেহমমতা করিতে গিয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়, তাহা হইলে উহা তোমার পক্ষে হিতকর হইবে না। কোন মরণশীল মর্ত্ত্যজীবকে যে ভাবে ভালবাসা যাইতে পারে, কোন বিদেশযাত্রীকে যেভাবে ভালবাসা যাইতে পারে, সেইরূপ ভাবে ভালবাসোনা কেন—তাহাতে বাধা কি? সক্রেটিস্ কি তাঁহার সন্তানগণকে ভালবাসিতেন না? হাঁ ভালবাসিতেন, কিন্তু তিনি স্বাধীনপুরুষের ন্যায় ভালবাসিতেন; সর্ব্বাগ্রে দেবতাদিগকে ভালবাসিতে হইবে—ইহাই তিনি মনে করিতেন। তাই তিনি জীবনে মরণে—সকল অবস্থাতেই স্বকীয় কর্ত্তব্য সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা নানা প্রকার ওজর করিয়া থাকি। কেহ সন্তানের ওজর—কেহ মাতার ওজর—কেহ বা ভ্রাতার ওজর করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ওজর করা উচিত নহে। সকলের সঙ্গে থাকিয়া বিশেষতঃ ঈশ্বরের সঙ্গে থাকিয়া আমরা সুখী হই—ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। কাহারও জন্য আমরা অসুখী হই, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

১১। তাছাড়া, যাহা কিছু তোমার প্রিয়—তাহার সম্বন্ধে কি কি প্রতিবন্ধক আছে, একবার কল্পনা করিয়া দেখিবে। যখন তোমার শিশুসন্তানটিকে তুমি চুম্বন কর, তখন তাহার কানে কানে এই কথাটি বলিতে হানি কি?—"বাছা! কাল যে তুই চলিয়া যাইবি।" সেইরূপ তোমার বন্ধুর প্রতি এই কথাটি বলিতেই বা দোষ কি?—"হয় তুমি, নয় আমি—দুজনের মধ্যে কেহ কাল প্রস্থান করিব, আর বোধ হয় আমদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ঘটিবে না।" কিন্তু এ সব যে 'অলক্ষণে' কথা।" তুমি কি তবে বলিতে চাহ, যাহা কিছু স্বাভাবিক তাহাই 'অলক্ষণে?' তবে বল না কেন—ধান কাটাও "অলক্ষণে", কেননা তাহাতে ধান মরিয়া যায়। তবে বল না কেন,—পাতা ঝরা, কাচা ডুমুর শুকাইয়া যাওয়া, আঙ্গুর শুকাইয়া কিচ্‌মিচ্‌ হওয়া—এ সমস্তই 'অলক্ষণে।' কিন্তু উহাদের এইরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে মাত্র, উহাদের ত বিনাশ হয় নাই। উহা শুধু একটা পরিবর্ত্তন। সেইরূপ, বিদেশযাত্রাও একটা পরিবর্ত্তন। আর মৃত্যু—সে আরো একটু বেশি পরিবর্ত্তন। কিন্তু ইহা অস্তি হইতে নাস্তিতে পরিবর্ত্তন নহে,—এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থার পরিবর্ত্তন এই মাত্র।

এক্‌লা থাকা।

১। আপনাকে এক্‌লা বলিয়া মনে হয় তাহারি—যে অসহায় ও নিরুপায়। কেননা, একাকী থাকিলেই একলা থাকা হয় না। আবার বহুলোকের সঙ্গে থাকিলেই যে এক্‌লাভাব ঘুচে—তাহাও নহে। সেই জন্য, যাহারা আমার নির্ভরের স্থল—সেই ভ্রাতা হইতে, কিংবা পুত্র হইতে, কিংবা বন্ধু হইতে যখন আমি বিচ্ছিন্ন হই, তখনই আপনাকে এক্‌লা বলিয়া মনে হয়। সহরের এত জনতা, এত গৃহ অট্টালিকা, তবু সহরের মধ্যে গিয়া, আপনাকে কখন কখন এক্‌লা বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ মনে হয়—আমি অসহায়; মনে হয়, এমন সব লোকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি যাহারা আমার অনিষ্ট করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। ভ্রমণে বাহির হইয়া যদি একদল তস্করের মধ্যে আসিয়া পড়ি, তখনও আমার মনে হয়—আমি এক্‌লা। বিশ্বাসী ধর্ম্মপরায়ণ হিতৈষী মনুষ্যের দর্শনেই আমাদের এক্‌লাভাব ঘুচিয়া যায়;— যে কোন মনুষ্যের দর্শনে তাহা হয় না। এ কথা সত্য—আমরা সামাজিক জীব, স্বভাবতই অন্যের সঙ্গে একত্র বাস করিতে আমাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু ইহাও দেখা আবশ্যক কিসে আমি নিজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি —নিজের সংসর্গেই পরিতৃপ্ত হইতে পারি। কেননা মনুষ্য একাকীই জন্মগ্রহণ করে একাকীই মৃত হয়। দেখ না কেন-ঈশ্বর নিজেই নিজের সঙ্গী; একাকীই জগৎশাসনে ব্যাপৃত, একাকীই স্বকীয় মহৎ সঙ্কল্পের ধ্যানে নিমগ্ন। এইরূপ আমিও যদি আমার নিজের সঙ্গে কথোপকথন করিতে পারি, অন্য সংসর্গের অভাব অনুভব না করি, আপনার মধ্যেই আত্মবিনোদনের উপায় সংগ্রহ করিয়া রাখি, আত্মপর্য্যাপ্ত হই; ঈশ্বরের জগৎশাসন কিরূপ ভাবে চলিতেছে,—বাহ্য বস্তুর সহিত আমার কিরূপ সম্বন্ধ, আমার পূর্ব্ব-অবস্থা কিরূপ ছিল, এখনকার বর্ত্তমান অবস্থাই বা কিরূপ, কোন্ কোন্ বিষয় এখনও আমাকে ক্লেশ দিতেছে, কিরূপে এই সমস্ত দুঃখক্লেশ বিদূরিত অথবা উপশমিত হইতে পারে, অবস্থা-অনুসারে কোন্ কোন্ বিষয়ে আপনার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি,—এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় যদি আমি ব্যাপৃত থাকি তাহা হইলে আমাকে আর এক্‌লা থাকিতে হয় না।

২। আমরা ভাবি,—রাজা আমাদিগকে শান্তি প্রদান করিয়াছেন। এখন কোন যুদ্ধবিগ্রহ নাই; দস্যু তস্করের ভয় নাই, এখন দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, সকল সময়েই নিরাপদে ভ্রমণ করিতে পারি। এ সমস্তই সত্য; কিন্তু রাজা কি জ্বরোগ হইতে, নৌকাডুবি হইতে, অগ্ন্যুৎপাত হইতে, ভূমিকম্প হইতে, বজ্র বিদ্যুৎ হইতে, অথবা পঞ্চবাণ হইতে আমাদিগকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন?—অথবা দুঃখ শোক হইতে, ঈর্ষা হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারেন? —কখনই না। ইহার কোনোটি হইতেই তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, তাঁহাদের

কথা শুনিয়া চলিলে, এই সকল দুঃখ ক্লেশের মধ্যেও শান্তি লাভ করা যায়। তত্ত্বজ্ঞানের আশ্বাস বাণীটি কি তাহা শোন:—"যদি তোমরা আমার বাক্যে কর্ণপাত কর,—"হে মনুষ্যগণ! যেখানেই তোমরা থাক না কেন, তোমাদের শোকতাপ চলিয়া যাইবে, ঈর্ষা দ্বেষ চলিয়া যাইবে, কোন রিপুরই আর বশীভূত হইতে হইবে না, কোন বাধাবিঘ্নে প্রতিহত হইবে না, সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া নিরুদ্বেগে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।" যিনি এইরূপ শান্তি-সম্পদ লাভ করিয়াছেন (যে শান্তির ঘোষণা ঈশ্বর ভিন্ন কোন পার্থিব রাজা কর্ত্তৃক অসম্ভব) তিনি কি আত্ম-পর্য্যাপ্ত ও আপ্তকাম হয়েন না? তখন তিনি এইরূপ বিবেচনা করেন;—"এখন আমার কোন অমঙ্গল ঘটিতে পারে না; আমার আর দস্যুভয় নাই; ভূমিকম্পের ভয় নাই; আমার নিকট, সকল পদার্থই শান্তিময়; কোনও পথ, কোনও নগর, কোনও সঙ্ঘ, কোনও প্রতিবেশী, কোনও সঙ্গীই আমার তিলমাত্র অনিষ্ট করিতে পারে না!" এইরূপ ব্যক্তির জন্য, কেহ যোগায় আহার, কেহ যোগায় বস্ত্র, কেহ যোগায় তাহার জ্ঞানের খোরাক; যে যাহার অধিকারী সেই তাহার অংশ দিয়া তাহাকে সাহায্য করে। যখন এই সকল আবশ্যক সামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাইবে, তখনই বুঝিতে হইবে তাহার পালা সাঙ্গ হইয়াছে, তাহার প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে; তখনই তাহার সম্মুখে দ্বার উদ্ঘাটিত হয় এবং ঈশ্বর তাহাকে বলেন;—"প্রস্থান কর"।

—"কোথায় প্রস্থান করিব"?

কোন ভীষণ স্থানে নহে;—সেই স্থানে তুমি প্রস্থান করিবে, যেখান হইতে তুমি আসিয়াছ;—যাহারা তোমার আত্মীয় বন্ধু—সেই মহাভূতের মধ্যে। তোমাতে যে অগ্নি ছিল তাহা অগ্নির মধ্যে,—যে বায়ু ছিল তাহা বায়ুর মধ্যে, —যে জল ছিল তাহা জলের মধ্যে চলিয়া যাইবে। কি ভূলোক, কি দ্যুলোক, কি স্বর্গ, কি নরক—এমন কোনও স্থান নাই যাহা দেবতাদের দ্বারা, মহাশক্তিদের দ্বারা পূর্ণ নহে। যাহারা এই সব বিষয় চিন্তা করেন, চন্দ্র সূর্য্য তারা নক্ষত্র দর্শন করিয়া যাহারা পরমানন্দ লাভ করেন, পৃথিবী সমুদ্র দেখিয়া যাহারা উল্লসিত হয়েন, তাঁহারা একলাও নহেন, অসহায়ও নহেন, নিরুপায়ও নহেন।

—"কিন্তু আমাকে এক্‌লা দেখিয়া যদি কেহ আমাকে হত্যা করে"?

—নির্ব্বোধ! তোমাকে হত্যা করিতে পারে না, তোমার অপদার্থ শরীরকেই হত্যা করিতে পারে।

৩। তুমি একটি ক্ষুদ্র আত্মা—শরীর গ্রহণ করিয়াছ মাত্র।

৪। তবে তুমি আর এক্‌লা কেমন করিয়া?—তোমার কিসের অভাব? তবে কেন আমরা আপনাকে শিশু অপেক্ষাও অধম করিয়া ফেলি? শিশুরা একলা থাকিলে কি করে? তাহারা ঝিনুক লইয়া, ধূলা-বালি লইয়া ঘর তৈরি করে—আবার ভাঙ্গিয়া ফেলে—আবার তৈরি করে; এইরূপ তাহাদের

খেলার আর অন্ত নাই। আর, তুমি চলিয়া গেলে আমি কিনা আপনাকে একলা ভাবিয়া কাঁদিতে বসিব? আমার কি কোন ঝিনুক নাই?—ধূলা-বালি নাই? "কিন্তু শিশুরা নির্ব্বোধ বলিয়াই এইরূপ কার্য্য করে"। আর তুমি জ্ঞানী বলিয়াই আপনাকে অসুখী কর, কেমন কি না? এ তোমার কিরূপ জ্ঞান বল দেখি?

কথা নয়—কাজ।

১। আপনাকে তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া কখন ঘোষণা করিও না; তত্ত্বজ্ঞানের কথা ইতরসাধারণের নিকট বড় একটা বলিও না; তত্ত্বজ্ঞানের যা উপদেশ —তাহা তুমি কার্য্যা পরিণত কর। যেমন মনে কর—কোন ভোজের সময়, কিরূপ আহার করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে বক্তৃতা না দিয়া, যেরূপ আহার করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ যদি তুমি নিজে আহার কর, তাহা হইলেই ঠিক হয়। সক্রেটিস্ কি করিতেন?—তিনি কোন প্রকার আড়ম্বর করিতেন না,আপনি জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করিতেন না; তাঁহার নিকট কেহ যখন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর সন্ধানে অসিত, তিনি তাহাকে অন্যের নিকট লইয়া যাইতেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার উপেক্ষা ও অবজ্ঞা অম্লান বদনে সহ্য করিতেন।

২। যদি সাধারণ লোকের কথাবার্ত্তার মধ্যে তোমার দর্শনতন্ত্র সম্বন্ধে কোন কথা উঠে,—অধিকাংশ সময়ে তুমি নীরব থাকিবে; কেন না, তাহাতে একটা বিপদ আছে;—হয় ত যাহা এখনো ভাল করিয়া পরিপাক করিতে পার নাই, অন্যের নিকট তাহাই তুমি উদ্‌গীর্ণ করিবে। যদি কেহ সেই সময়ে তোমাকে বলে,—"তুমি কিছুই জান। না," তখন এই কথাটা যদি তোমার মনে না বেঁধে তবেই জানিবে, তোমাতে তত্ত্বজ্ঞানের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

৩। মেষেরা কি পরিমাণ আহার করিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য তাহারা তাহাদের খাদ্য মেষপালকের নিকট লইয়া আসে না; পরন্তু সেই খাদ্য পরিপাক করিয়া গাত্রে লোম ধারণ করে এবং দুগ্ধ দেয়। সেই রূপ তুমিও ইতর সাধারণের নিকট তোমার তত্ত্বজ্ঞান ফলাইও না; কিন্তু সেই তত্ত্বজ্ঞান পরিপাক হইয়া তাহা হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্যফল তুমি আপনার জীবনে প্রকটিত কর।

রাষ্ট্র পরিচালন।

১। তোমাদের নগর-প্রাচীর বিচিত্র রঙের পাথরে গঠিত করিবার আবশ্যক নাই; নাগরিকদের মনে ও রাষ্ট্র কর্ত্তাদের মনে যাহাতে সংযম ও সুশিক্ষা পূর্ণরূপে প্রবেশ করে তাহারই উপায় বিধান কর। মনীষিগণের উচ্চ চিন্তার দ্বারাই নগরাদি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়,—কাষ্ঠ পাষাণের দ্বারা নহে।

২। যদি তোমাদের গৃহ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহ, তাহা হইলে স্পার্টা নগরবাসী লাইকার্গাসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। তিনি যেমন নগরকে প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত করেন নাই, পরন্তু নগরবাসীদিগের মনে ধর্ম্মদুর্গ দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়া, সমস্ত নগরকে চিরকালের জন্য সংরক্ষিত করিয়াছিলেন, তোমরাও সেইরূপ, দরবার-গৃহ ও উচ্চ সৌধচূড়ায় নাগরকে পরিবেষ্টিত না করিয়া, গৃহবাসীদের মনে সাধু ইচ্ছা, ভগবৎভক্তি ও মৈত্রী, সুপ্রতিষ্ঠিত কর, তাহা হইলে কোন অমঙ্গল প্রবেশ করিতে পারিবে না; অমঙ্গলের সমস্ত সৈন্যসামন্তও যদি তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তবু তাহারা কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

৩। লাইকার্গাসকে কে না প্রশংসা করিবে; একজন নাগরিক যখন তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট করিল, অন্য নাগরিকগণ সেই দুর্বৃত্ত যুবককে দণ্ডিত করিবার জন্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। কিন্তু লাইকার্গাস তাহাকে দণ্ডিত করিলেন না। তিনি তাহাকে সুশিক্ষা দিয়া ভাল করিয়া তুলিলেন; এবং সকলকে দেখাইবার জন্য একদিন তাহাকে প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে লইয়া গেলেন। যখন নগরবাসীরা বিস্ময় প্রকাশ করিল, তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন; —"তোমাদিগের নিকট হইতে যখন ইহাকে পাইয়াছিলাম, তখন এই যুবক দুর্বিনীত ও উগ্রস্বভাব ছিল; এখন ইহাকে শান্ত শিষ্ট করিয়া তোমাদের হস্তে আমি প্রত্যর্পন করিতেছি।"

বিধাতার অনাগত-বিধান।

পশুর শরীরের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহা আপনা হইতেই তাহারা পায়, তাহার জন্য কোন আয়োজন করিতে হয় না, খাদ্য পানীয়ের জন্য, শয়ন স্থানের জন্য তাহাদের ভাবিতে হয় না। তাহাদের জুতা চাই না, শয্যা চাই না, বস্ত্র চাই না। কিন্তু আমাদের এ সমস্ত চাই। তাহারা নিজের জন্য জীবন ধারণ করে না—মানব-সেবার জন্যই জীবন ধারণ করে। তাহাদের জন্য যদি এই সব আবশ্যকীয় জিনিসের আয়োজন করিতে হইত, তাহা হইলে আমাদের কতই অসুবিধা হইত। গো মেষাদির লোমরূপ গাত্রাবরণ, খুর রূপ উপানৎ যদি আমাদের যোগাইতে হইত, তাহা হইলে আমরা কি মুস্কিলেই পড়িতাম। মানুষের সেবায় নিযুক্ত হইবে বলিয়া, প্রকৃতি-জননী তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বতোভাবে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রকৃতি-রাজ্যে এমন একটি জিনিসও দেখা যায় না যাহাতে বিধাতার পূর্ব্বচিন্তা ও পূর্ব্বায়োজন লক্ষিত না হয়। শ্রদ্ধাবান্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ইহা সর্ব্বত্রই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। বড় বড় বিষয় ছাড়িয়া দেও—শুধু ছোটখাটো বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলেই ইহা উপলব্ধি হইবে। ঘাস হইতে কিরূপে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, দুগ্ধ হইতে কিরূপে পনির উৎপন্ন হয়, চর্ম্ম হইতে কিরূপে পশম উৎপন্ন হয়, একবার ভাবিয়া দেখ। এই সমস্তের মধ্যে কাহার হস্ত দেখা যায়?—কাহার কার্য্য-কল্পনা লক্ষিত হয়? তুমি কি বলিবে —"কাহারও নহে?" কি বিষম ধৃষ্টতা! কি মূঢ়তা!

এই কথা বুঝিতে পারিলে, সেই পরম দেবতার মহিমা কীর্ত্তনে আমরা কি ক্ষণমাত্র বিরত হইতে পারি? যখন আমরা আহারের উদ্দেশে মৃত্তিকা খনন করি, কিংবা কর্ষণ করি, তখন কি এই বলিয়া তাহার গুণগান করিব না যে, "মহান্ সেই ঈশ্বর যিনি ভূমিকর্ষণের জন্য আমাদিগকে এই সব যন্ত্র দিয়াছেন; মহান্ সেই ঈশ্বর যিনি আমাদিগকে হস্ত দিয়াছেন, উদর দিয়াছেন, খাদ্য দিয়াছেন, যিনি আমাদের অজ্ঞাতসারে শস্য বর্দ্ধিত করিতেছেন, এবং নিদ্রাকালে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিত করিতেছেন? তিনি যে আমাদিগকে তাঁহার বিশ্বরচনা আলোচনা করিবার শক্তি দিয়াছেন, কোন্ পথে চলিতে হইবে আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন,—ইহার জন্য তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করা কি মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য নহে?

তোমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অন্ধ;—তোমাদের মধ্যে কি তবে একজনও নাই যে এই স্থান অধিকার করে?—সকলের হইয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে? আমি বৃদ্ধ, আমি খঞ্জ,—ঈশ্বরের গুণগান ভিন্ন আমি আর কি করিতে পারি? আমি যদি কোকিল হইতাম, কোকিলেরা যাহা করে, আমি তাহাই করিতাম। আমি যদি রাজহংস হইতাম,—রাজহংসেরা যাহা করে, আমি তাহাই করিতাম। কিন্তু আমি যে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব,—আমার

কর্ত্তব্য ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করা। এই আমার জীবনের নির্দ্দিষ্ট কাজ; ইহাই আমি চিরকাল করিব, এ কাজ আমি কখনও ছাড়িব না; যতদিন থাকে দেহে প্রাণ, করিব তাঁরই নাম গান; এবং এই নাম-গানে তোমাদিগকেও আমি আহ্বান করিতেছি।

বিষয়-সুখ ও আত্মপ্রসাদ।

কোন বিষয়-সুখ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সতর্ক হইয়া তাহা হইতে আপনাকে সতত রক্ষা করিবে। তাহা-দ্বারা নীয়মান হইবে না। তদ্বিষয়ে একটু ইতস্তত করিবে,—কালবিলম্ব করিবে; অন্ততঃ কিছুকাল উহাকে ফেলিয়া রাখিবে।

তাহার পর মনে করিবে, উহার দুইটি নির্দ্দিষ্ট কাল আছে। যে সময়ে তুমি সেই সুখ সম্ভোগ করিতেছ—সেই এক কাল; এবং সম্ভোগান্তে, যে সময়ে অনুতাপ ও আত্মগ্লানি হইবার কথা—সেই এক কাল। পক্ষান্তরে ইহাও ভাবিও,—যদি সেই বিষয়-সুখ হইতে একেবারে বিরত হইতে পার, তখন তুমি কি অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদ অনুভব করিবে।

যদি বৈধ মনে করিয়া অবশেষে কোন কাজে তুমি প্রবৃত্ত হও, তথাপি সাবধান, যেন তাহার মাধুর্য্য—তাহার মোহিনী শক্তি তোমাকে মুগ্ধ করিতে না পারে। পক্ষান্তরে, প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করিয়াছি মনে করিয়াও তোমার কত আনন্দ হইবে।

রাজশক্তি ও আত্মবল।

১। অন্য-অপেক্ষা যদি কোন ব্যক্তির বেশী সুযোগ-সুবিধা থাকে, আর যদি সে অশিক্ষিত হয়, তাহা হইলে সে গর্ব্বে স্ফীত না হইয়া থাকিতে পারে না। তাই প্রজা-পীড়ক রাজা এইরূপ সগর্ব্বে বলিয়া থাকেন "জান আমি কে?—আমি সকলের প্রভু।" আচ্ছা প্রভু যে তুমি—তুমি আমাকে কি দিতে পার? আমার কাজের সমস্ত বাধাবিঘ্ন কি তুমি অপসারিত করিতে পার? তোমার কি সে ক্ষমতা আছে? যে জিনিসের প্রতি তোমার দ্বেষ, তাহা কি সকল সময়ে তুমি পরিবর্জ্জন করিতে পার? অথবা যাহা তুমি পাইতে ইচ্ছা কর, তাহা কি তুমি সকল সময়ে পাইয়া থাক? তোমার সে দৈবশক্তি কি আছে? সকল কার্য্যই কি তোমার সাধ্যায়ত্ত? জাহাজে চড়িয়া তুমি আপনার উপর নির্ভর কর—না কাপ্তেনের উপর নির্ভর কর? রথে আরোহণ করিয়া তোমার কি সারথীর উপর নির্ভর করিতে হয় না? তাই জানিবে, তুমি সকল কার্য্যের প্রভু নহ। তাহা হইলে কিসে তোমার প্রভুত্ব? "সকল মনুষ্যই আমার সেবায় নিযুক্ত"। ভাল,—যখন আমি আমার থালা-বাসন ধুই-মাজি, তখন কি আমি থালা-বাসনের সেবা করি না? তাই বলিয়া, আমার অপেক্ষা আমার থালা-বাসন কি বড়? উহারা আমার কতকগুলি অভাব মোচন করে বলিয়াই আমি উহাদের যত্ন করি। আমি কি আমার গর্দ্দভের সেবা-শুশ্রূষা করি না? আমি কি তাহার পা ধুইয়া দিই না—তাহার দেহচর্য্যা করি না? তুমি কি জাননা, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের সেবা করে? কোন ব্যক্তি যেরূপ আপনার গাধার সেবা করে—সেইরূপ তোমারও সেবা করিয়া থাকে। তোমার প্রতি মানুষের মত কে ব্যবহার করে? কে তোমার মত হইতে চাহে? লোকে যেরূপ সক্রেটিসের অনুকরণ করিত, সেইরূপ তোমার অনুকরণ কি কেহ করিতে চাহে?

—"জান আমি তোমার মস্তক ছেদন করিতে পারি।" বেশ কথা বলিয়াছ। আমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। যে হিসাবে লোকে ওলাউঠার দেবতাকে পূজা করে, জ্বরের দেবতাকে পূজা করে, সেই হিসাবে তুমিও আমার পূজ্য সন্দেহ নাই।

২। লোকে তবে কিসের এত ভয় করে? অত্যাচারী রাজার ভয়?—তাঁহার রক্ষিগণের ভয়? ঈশ্বর করুন যেন আমাদের সে ভয় করিতে না হয়। যাহার স্বাধীনতা প্রকৃতিসিদ্ধ সেই মানবাত্মা তাহার প্রকৃতিগত বাধা-বিঘ্ন ছাড়া আর কোন প্রকার বাধা-বিঘ্নে কি উত্তেজিত কিংবা বিচলিত হইতে পারে?—কখনই না। সে শু মিথ্যাজ্ঞান বা মোহবশেই এরূপ বিচলিত হইয়া থাকে। কেন না, যখন সেই অত্যাচারী রাজা কোন ব্যক্তিকে বলে;
—"তোমার পায়ে আমি বেড়ী দিব," সে ব্যক্তির পদ-যুগল যদি তাহার বিশেষ যত্নের জিনিস হয় ত সে বলিবে "দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমার উপর

দয়া করুন,” কিন্তু আত্মার উপর—আত্মার স্বাধীনতার উপরেই যাহার বেশী আস্থা,—সে বলিবে “ইহাতে যদি তোমার বেশী সুবিধা হয়—তাহাই কর।”

—“আমাকে কি তবে প্রভু বলিয়া তুমি গ্রাহ্য কর না?”—না, আমি করি না। আমি তোমাকে দেখাইব, আমিই আমার প্রভু! তুমি কিরূপে আমার প্রভু হইবে? ঈশ্বর আমাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। তুমি কি মনে কর ঈশ্বর তাঁহার নিজের সন্তানকে ক্রীতদাস হইতে দিবেন? তুমি আমার মৃত শরীরেরই প্রভু—এই লও সেই শরীর।

—“তুমি তবে আমার সেবা করিবে না?”

না, আমি আমার আত্মারই সেবা করিব; আর এই কথা আমার মুখ দিয়া যদি বলাইতে চাও যে আমি তোমারও সেবা করিব,—তাহা হইলে আমি বলিতেছি আমি সেইরূপ ভাবে তোমার সেবা করিব, যেরূপ ভাবে আমি আমার ঘটি বাটীর সেবা করিয়া থাকি।

৩। ইহা স্বার্থপরতা নহে। সমস্ত কাজ নিজের জন্যই করিবে এই ভাবেই প্রত্যেক জীব সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন জীবসমূহ এইরূপ ভাবে গঠিত, যদি তাহারা আত্মহিত করে, সেই সঙ্গে সাধারণের হিত না হইয়া থাকিতে পারে না। অতএব সাধারণের হিতকে বাদ দিয়া কেহ কখন আপনার প্রকৃত হিত করিতে পারে না। ইহা কি কখন প্রত্যাশা করা যায় যে কোন মানুষ আপনা-হইতে আত্মহিত হইতে একেবারেই দূরে থাকিবে? যে মূলতত্ত্বটী সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় সেই আত্মপ্রীতি তাহা হইলে কোথায় থাকে?

৪। অতএব আত্মা ছাড়া আর কোন বিষয়ের উপর আমাদের যদি আস্থা থাকে,—আর কোন বিষয়কে যদি ভাল কিম্বা মন্দ বলিয়া আমরা মনে করি,—বিষয়-সমূহের মিথ্যাপ্রতীতি যদি আমাদের অন্তরে পোষণ করি, তাহা হইলে কাজেকাজেই আমাদিগকে অত্যাচারী রাজার সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে। শুধু রাজার সেবা হইলেও বাঁচিতাম—রাজার অধম পেয়াদাদিগেরও সেবা করিতে হইবে।

৫। যে, এইরূপ ভাল-মন্দ ভেদবিচারে সমর্থ, সে কেন না শান্তভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে? যাহা ঘটিবে ও যাহা ঘটিয়াছে তাহার প্রতি অবিচলিত ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে কেন না সমর্থ হইবে? তুমি আমাকে দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে চাও? দেখ, আমি তাহা অম্লানবদনে গ্রহণ করিতে পারি কি না;—দেখ দারিদ্র্যের অভিনয় আমি ভাল করিয়া করিতে পারি কি না। তুমি চাও আমি দেশশাসন করি?—আমাকে সেইরূপ কর্ত্তৃত্ব দেও—দায়িত্ব দেও—তাহা হইলে আমি তাহার ক্লেশভারও বহন করিব। নির্ব্বাসন?—যেখানেই যাই না কেন, সেই খানেই আমি ভাল থাকিব। এখানে যে আমি ভাল ছিলাম তাহা স্থানের জন্য নহে,—আমার মতামত অক্ষত ছিল বলিয়াই। যেখানেই যাই, আমার সেই মতামত আমি সঙ্গে

লইয়া যাইব। আমার মতামত হইতে আমাকে কেহই বঞ্চিত করিতে পারিবে না। উহাই আমার নিজস্ব বস্তু; উহা রক্ষা করিতে পারিলে, যাহাই করি না কেন, যেথাই যাই না কেন, তাহাতে কিছুই আইসে যায় না।

৬। "কিন্তু এইবার যে তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত।"

কি বলিতেছ?—মৃত্যু? ওগো! মৃত্যুকে তুমি শোকের ব্যাপার করিয়া তুলিও না—উহা যেমনটি ঠিক্ তাহাই বল। যে পঞ্চভূত হইতে আমি আসিয়াছিলাম, সেই পঞ্চভূতে আবার আমায় মিশিয়া যাইতে হইবে;—এই না? ইহাতে ভয়ের বিষয় কি আছে? বিশ্বের কোন্ কোন্ পদার্থ এইবার তবে বিশ্বমাঝে বিলীন হইবে? এমন কি অভাবনীয় নূতন ঘটনা ঘটিতে যাইতেছে যাহা কেহ কখন দেখে নাই—শুনে নাই? এইজন্যই কি রাজাকে ভয় করিতে হইবে? এই কার্য্যসাধন করিবার জন্যই কি রক্ষিগণ বড় বড় তীক্ষ্ণ অসি ধারণ করিয়া আছে? এ কথা অন্যের নিকট বল; এ সমস্ত জিনিস আমি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার উপর মানুষের কোন ক্ষমতা নাই। ঈশ্বর আমাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন; তাঁহার কিরূপ আদেশ, আমি তাহা জানি; আমাকে কেহই বন্দী করিতে পারে না। আমার মুক্তিদাতা আমার সঙ্গেই রহিয়াছেন; আমার বিচারকর্ত্তাও আমার সঙ্গে রহিয়াছেন। তুমি শুধু আমার শরীরের প্রভু। তাহাতে আমার কি আইসে যায়? আমার সম্পত্তির কথা বলিতেছ? সম্পত্তি-নাশে আমার কি আইসে যায়? নির্ব্বাসন, কারাদণ্ড?—আবার আমি বলিতেছি,—যখনি তুমি বলিবে, তখনই এই সমস্ত জিনিস অনায়াসে ছাড়িয়া যাইব। তোমার ক্ষমতাটা একবার জারি করিয়াই দেখ না, দেখি তাহার কতদুর দৌড়।

৭। কিন্তু রাজা আমাকে যে বন্ধন করিবে। আমার বন্ধন করিবে কি?—না, আমার পদদ্বয়। আমার লইবে কি?—না, আমার মস্তক। আমার যাহা কেহ বন্ধন করিতে পারে না—সে জিনিস্টা কি তবে?— আমার আত্মা;—আমার আত্ম-স্বাধীনতা। তাই পুরাকালের এই উপদেশ—"আপনাকে জানো।"

৮। আমি তবে কাহাকে ভয় করিব? রাজার দ্বারিগণকে? তাহারা আমার কি করিতে পারে?—আমাকে প্রবেশ করিতে দিবে না? আমি যদি প্রবেশ করিতে চাই তবেই ত আমাকে প্রবেশ করিতে দিবে না।

আমার ইচ্ছা হইলেও আমি প্রবেশ করিব না। কেন না, আমার ইচ্ছা অপেক্ষা ঈশ্বরের ইচ্ছাই আমার নিকট বলবতী। আমি তাঁহারই অনুগত ভৃত্য ও অনুচর; তাঁহার যাহা ইচ্ছা আমারও তাই ইচ্ছা, তিনি যে পথে যাইতে বলিবেন আমি সেই পথেই চলিব। আমাকে কেহ বহিষ্কৃত করিতে পারে না; যাহারা জোর করিয়া প্রবেশ করিতে যায় তাহারাই বহিষ্কৃত হয়। আমি প্রবেশ করিতে চাই না কেন? কারণ আমি জানি, যাহারা রাজদ্বারে প্রবেশ করে তাহারা ভাল জিনিস কিছুই পায় না। কিন্তু সীজার অমুক

ব্যক্তিকে সম্মানিত করিয়াছেন বলিয়া আমি যখন কাহাকে তাহার প্রতি অভিনন্দন প্রকাশ করিতে শুনি, আমি তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার ভাগ্যে কি লাভ হইল? কোন দেশের শাসনভার?—আচ্ছা সেই সঙ্গে কি তুমি ন্যায়পরতা সম্বন্ধেও কিছু শিক্ষা পাইয়াছ? ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ?—সেই সঙ্গে ভাল ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার শক্তি কি কিছু অর্জ্জন করিয়াছ? তবে আর কি হইল? এক ব্যক্তি শুধু কতকগুলা চিনির বাতাস লইয়া বাহিরে ছড়াইয়া দিতেছে; শিশুগণ তাহাই লইবার জন্য আপনাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করিতেছে। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক পুরুষেরা তাহার জন্য লালায়িত হইতে পারে না;—তাহারা এই সমস্তকে তুচ্ছজ্ঞান করে। সরকারী চাকরী বিতরণ করা হইতেছে—শিশুরা তাহার অন্বেষণ করুক; অর্থ বিতরণ করা হইতেছে—শিশুরা তাহার জন্য কাড়াকাড়ি করুক। তাহারা রাজদ্বার হইতে তাড়িত হইতেছে—মার খাইতেছে, তথাপি যে-হাতের মার খাইতেছে, সেই হাতই আবার তাহারা চুম্বন করিতেছে; কিন্তু আমার নিকট রাজার এই সব দান তুচ্ছ হইতেও তুচ্ছ।

বেশভূষা।

একদিন একটি যুবক, সযত্নে কেশবিন্যাস ও বেশবিন্যাস করিয়া এপিক্‌টেটাসের নিকট উপস্থিত হইল। এপিক্‌টেটাস্ এইরূপ বলিলেন:—

"কোন-কোন কুকুরকে, কোন-কোন ঘোড়াকে, কিংবা অন্য কোন জন্তুকে সুন্দর বলিয়া কি তোমার মনে হয় না?"

সে বলিল -"হাঁ, মনে হয় বৈ কি।

—"সেইরূপ, কোন-কোন মানুষও সুন্দর কিংবা কুৎসিৎ নয় কি?"

—"তা ত বটেই"

—"এই যে সব সুন্দর জীবজন্তু, উহাদের প্রত্যেককে কি একই কারণে আমরা সুন্দর বলি?—না ঐ প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা তাহাকেই সাজে, এবং যাহা থাকার দরুণই আমরা তাহাকে সুন্দর বলি? কথাটা এইরূপ দাড়াইতেছে যেহেতু আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কুকুর ঘোড়া কোকিল প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জীব-জন্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নহে যে ঐ প্রত্যেক জাতীয় জীবজন্তুর মধ্যে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে যাহারা উৎকৃষ্ট তাহাদিগকেই আমরা সুন্দর বলি। এবং যেহেতু প্রত্যেক জাতীয় জীবের প্রকৃতি বিভিন্ন, অতএব উহাদের প্রত্যেকের সৌন্দর্য্যের প্রকারও বিভিন্ন। তাহা নহে কি?"

সে ব্যক্তি এই কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করিল।

—"অতএব যাহা থাকায় কুকুর সুন্দর, তাহাতেই অশ্ব কুৎসিৎ বলিয়া মনে হয়, এবং যাহা থাকায় অশ্ব সুন্দর, তাহাতেই কুকুরকে কুৎসিৎ বলিয়া মনে হয়। জাতিগত প্রকৃতিভেদে সৌন্দর্য্যেরও প্রকার ভেদ হয় না কি?"

—"হাঁ এইরূপই ত মনে হয়।"

"যাহাতে-করিয়া একজন সুন্দর মল্লযোদ্ধা তৈয়ারী হয়, তাহাতে করিয়া একজন সুন্দর নর্ত্তক কখনই হইতে পারে না।"

সে ব্যক্তি বলিল:—"তা ত বটেই"।

—"মানুষের সৌন্দর্য্য তবে কিসের উপর নির্ভর করে?

যে হিসাবে কুকুর সুন্দর—ঘোড়া সুন্দর, সেই একই হিসাবে কি মানুষ সুন্দর নহে?"

সে ব্যক্তি বলিল;—"তাহাই বটে।"

"কুকুরের সৌন্দর্য্য তবে কিসের উপর নির্ভর করে?"

—কুকুরের স্বধর্ম্ম কুকুরের মধ্যে থাকায়। আর ঘোড়াড়র সৌন্দর্য্য? — ঘোড়ার স্বধর্ম্ম ঘোড়ার মধ্যে থাকায়। তাহা হইলে, মানুষের সৌন্দর্যও কি মানুষের স্বধর্ম্মের উপর নির্ভয় করে না? অতএব সৌম্য যুবক! যদি তুমি সুন্দর হইতে চাহ, তাহা হইলে মানুষের যাহা স্বধর্ম্ম তাহারই উৎকর্ষ সাধনে যত্নশীল হও। কিন্তু এই মনুষ্য-ধর্ম্মটা কি? তুমি যখন কাহাকে মনের সহিত প্রশংসা কর, তখন কিসের জন্য তাহাকে প্রশংসা কর? তাহার সাধুতার জন্য নহে কি?

—"হাঁ সাধুতার জন্যই"

মিতাচারী ও অমিতাচারী—ইহার মধ্যে তুমি কাহাকে প্রশংসা কর?

—"মিতাচারীকে"

ইন্দ্রিয়াসক্ত ও জিতেন্দ্রিয় ইহাদের মধ্যে তুমি কাহাকে প্রশংসা কর?

—"জিতেন্দ্রিয়কে" অতএব, যাহার তুমি প্রশংসা কর তাহার মত যদি তুমি আপনাকে করিয়া তুলিতে পার তবেই জানিবে তুমি আপনাকে সুন্দর করিয়া তুলিতেছ। কিন্তু যতদিন এই সব বিষয়ে অবহেলা করিবে, ততদিন আপনাকে সুন্দর করিবার যত উপায়ই অবলম্বন কর না,তুমি কুৎসিৎই থাকিবে।

কেন না, তুমি মাংস নহ—তুমি কেশ নহ;—তুমি আত্মপুরুষ; তুমি যদি তোমার আত্মাকে সুন্দর করিতে পার, তাহা হইলেই তুমি সুন্দর হইবে। তুমি কুৎসিৎ—এ কথা আমি তোমার নিকট সাহস করিয়া বলিতে পারি না; কিন্তু যদি তোমাকে কেহ কুৎসিৎ বলে, তাহা হইলে তোমার তাহা সহ্য করা উচিত। কেন না, এ অবস্থায়, কুৎসিৎ ছাড়া তোমার প্রতি আর কোন্ শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে? আল্‌সিবাইডিস্ ত একজন অদ্বিতীয় সুপুরুষ ছিলেন; সক্রেটিস্ তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন জানো ত?—তিনি বলিয়াছিলেন:—"সুন্দর হইতে চেষ্টা কর। মস্তকের কেশ কুঞ্চিত করিয়া, পায়ের রোমাবলী উৎপাটিত করিয়া সুন্দর হইবে?—না, তাহা নহে। তোমার আত্মাকে সুব্যবস্থিত কর,—সংযত কর; সমস্ত অশুভ চিন্তা আত্মা হইতে অপসারিত কর।"

—"শরীর সম্বন্ধে তাহা হইলে কি করা কর্ত্তব্য?"

—"প্রকৃতি শরীরকে যেভাবে গড়িয়াছেন তাহাকে সেই ভাবেই রাখিবে। জানিবে, আর একজন শরীরের তত্ত্বাবধান করিতেছেন; শরীরকে তাঁহারই হস্তে সমর্পণ কর।"

—"তবে কি শরীরকে অপরিষ্কার ও মলিন করিয়া রাখিতে হইবে?"

"তাহা কখনই নহে। তুমি বাস্তবিক যাহা—প্রকৃতি তোমাকে যেরূপ ভাবে গড়িয়াছেন—তুমি সেই ভাবে আপনাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ।

পুরুষ পুরুষের মত, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের মত, শিশু শিশুর মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুক্।

৩। আমি চাহি না, তত্ত্বজ্ঞানীর শারীরিক ভাব দেখিয়া, লোকে ভয় পাইয়া তত্ত্বজ্ঞান হইতে দূরে সরিয়া যায়। যেরূপ আর সমস্ত বিষয়ে, সেইরূপ শারীরিক বিষয়েও তত্ত্বজ্ঞানী সর্ব্বদাই প্রহৃষ্ট ও নিরুদ্বিগ্ন থাকিবেন।

বন্ধুগণ! তোমরা দেখ, আমার কিছুই নাই। আমার কিছুরই প্রয়োজন নাই। দেখ আমি গৃহশূন্য, ভূমিশূন্য;—আমি নির্ব্বাসিত। যদিও আমি গৃহহীন তথাপি,—ধনাঢ্যরা যে সকল চিন্তায়—যে সকল মনকষ্টে প্রপীড়িত —আমি তাহা হইতে বর্জ্জিত। আমার শরীরও দেখ; এই কঠোরতার দরুণ আমার শরীর কিছুমাত্র খারাপ হয় নাই। যদি আমি কয়েদীর মত পোষাক পরিয়া অবস্থিতি করি, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ শুনিতে আমার কাছে কে ঘেঁসিবে? মুনিঋষি হইতে গেলে যদি এইরূপ ভাবে থাকিতে হয়, তাহা হইলে আমি সেরূপ মুনিঋষি হইতেও চাহি না।

তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ শুনিবার জন্য কোন যুবক প্রথমে যখন আমার নিকট আইসে—আমি চাহি সে চুল এলোমলো না করিয়া বরং পরিপাটী কুঞ্চিত কেশে আমার নিকট আইসে। কেন না, তাহা হইলে আমি বুঝিব, তাহার কতকটা সৌন্দর্য্যবোধ আছে। বুঝিব—সে যাহা শোভন ও সুন্দর বলিয়া মনে করে, তদনুসারেই সে আপনাকে বিভূষিত করিয়াছে। এরূপ লোককে, প্রকৃত সুন্দর কি—শুধু তাহাই দেখান আবশ্যক। আমি তাহাকে বলি:—"সৌম্য যুবক! তুমি সুন্দরকে খুঁজিতেছ—ভালই করিতেছ। কিন্তু আসল সৌন্দর্য্য সেইখানে যেখানে তোমার আত্মা অধিষ্ঠিত;—যেখানে তোমার রাগ দ্বেষ, যেখানে তোমার রতি বিরতি, যেখানে তোমার স্বাধীনতা বিদ্যমান; কিন্তু তোমার শরীর মৃৎপিণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেন তবে শরীরের জন্য মিছামিছি এত শ্রম যত্ন করা? কেন না, মহাকাল যদি তোমাকে আর কোন শিক্ষা না দেয়, অন্তত এই শিক্ষাটি তোমাকে নিশ্চয়ই দিবে যে, শরীর জিনিসটা কিছুই নহে। কিন্তু যদি কেহ আমার নিকট আইসে যাহার শরীর অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন, বাহার গুম্ফ হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে আমি কি বলিব? কিসের উপমা দিয়া, কিসের দৃষ্টান্ত দিয়া আমি তাহাকে বুঝাইব? সে যদি সৌন্দর্য্যের কোন চর্চ্চা না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সৌন্দর্য্যের অন্য পথ তাহার জন্য কি করিয়া আমি নির্দ্দেশ করিব? কেমন করিয়া তাহাকে বুঝাইব "সৌন্দর্য্য এখানে নাই—সৌন্দর্য্য ঐখানে"? আমি যদি তাহাকে বলি—শারীরিক মলিনতার উপর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে না,—সৌন্দর্য্য আত্মার জিনিস—সে কি তাহা বুঝিবে? সে কি আদৌ সৌন্দর্য্যকে অন্বেষণ করে? তাহার মনে কি সৌন্দর্য্যের কোন ভাব আছে? আমি যদি একটা শূকরকে বলি, তুই কাদায় গড়াগড়ি দিস্ না—সে কি আমার কথা শুনিবে?

প্রকৃতির অভিপ্রায়।

আমাদের নিজের সহিত যাহার সংস্রব নাই, সেই সকল বিষয় হইতেই আমরা প্রকৃতির অভিপ্রায় অবগত হইতে পারি। যখন কোন এক বালক অপর বালকের পেয়ালা ভাঙ্গিয়া ফেলে, আমরা তখন সহজেই বলি,"ওটা দৈবাৎ ভাঙ্গিয়াছে।" অতএব, অপরের পেয়ালা ভাঙ্গিলে তুমি যে ভাবে দেখ, তোমার নিজের পেয়ালা ভাঙ্গিলেও তোমার সেইভাবে দেখা উচিত। আরও বড় বড় বিষয়েও ইহার প্রয়োগ কর। অপরের শিশুসন্তান কিংবা অপরের স্ত্রী কি মরিয়াছে? তাহা শুনিবা মাত্র কে না বলিবে,—"উহা বিধাতার অখণ্ডনীয় নিয়ম;" "উহাই মানবের সাধারণ গতি।" কিন্তু যখন তোমার নিজের শিশুসন্তান কিংবা নিজের স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন তুমি বল;— "হায়। আমি কি হতভাগ্য।" কিন্তু এই সময়ে, অন্যের বেলায় তুমি কিরূপ ভাবিয়াছিলে তাহা একবার মনে করিয়া দেখিবে। প্রকৃতির নিয়ম সকলের পক্ষেই সমান।

মহাপ্রস্থান।

১। কেহ যদি আমার নিকট আসিয়া বলে:—এপিক্‌টেটাস! আমার শরীরের সহিত আমি আর বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি না,আর আমার সহ্য হয় না; এই শরীরকে খাদ্য পানীয় যোগাইতে হইবে, বিশ্রাম দিতে হইবে, পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে; এই পোড়া শরীরের জন্যই কত লোকের দ্বারস্থ হইতে হইবে। এ সমস্ত কি আমাদের উপেক্ষার বিষয় নহে? এ সমস্ত কি আমাদের নিকট অতি তুচ্ছ জিনিস নহে? আর মৃত্যুও ত অমঙ্গল নহে। এক হিসাবে আমরা কি ঈশ্বরের আত্মীয় নহি? আমরা কি তাঁহার নিকট হইতে আসি নাই? অতএব যেখান হইতে আসিয়াছি এস আমরা সেইখানেই প্রস্থান করি। যে সকল বন্ধনে এখানে আবদ্ধ ও ভারাক্রান্ত হইয়া আছি, এস আমরা সেই সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হই! এখানে দস্যু আছে, চোর আছে, আইন আদালত আছে, আর আমাদের সেই সব প্রভু আছেন, যাঁহাদের কতকটা কর্ত্তৃত্ব আমাদের শরীরের উপর—আমাদের বিষয়- সম্পত্তির উপর আছে বলিয়া আমরা মনে করি। অতএব এস আমরা তাঁহাদের দেখাই যে, কোন মনুষ্যের উপর তাঁহাদের লেশমাত্র ক্ষমতা নাই।" এই কথার উত্তরে তাঁহাকে আমি এইরূপ বলি:—

বন্ধুগণ! ঈশ্বরের আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাক। তিনি যখন স্বয়ং ইঙ্গিত করিবেন,—তোমার কর্ম্ম হইতে তোমাকে অবসর দিবেন, তখনই তুমি মুক্ত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিবে। কিন্তু, আপাতত, যেখানে তিনি তোমাকে রাখিয়াছেন সেইখানেই ধৈর্য্যসহকারে অবস্থিতি কর। বস্তুতঃ অল্পদিনের জন্যই এই প্রবাসে তোমাকে থাকিতে হইবে;—যাহারা এইরূপ ভাবে দেখে তাহারা সহজেই এখানকার সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে পারে। কেননা, যাহার নিকট শরীর কিছুই নহে, বিষয়-সম্পত্তি কিছুই নহে, কোন রাজা, কোন দস্যু, কোন আইনআদালত কি তাহাকে ভয় দেখাইতে পারে? অতএব, এইখানেই থাক, বিনা-হেতু এখান হইতে প্রস্থান করিও না।"

২। "আচ্ছা, কত দিন এই আদেশ পালন করিতে হইবে?"—যত দিন তোমার পক্ষে হিতজনক ততদিন; অর্থাৎ যতদিন তোমার উপযুক্ত কর্ম্ম তুমি করিতে সমর্থ হইবে।

৩। কিন্তু কোন অনুচিত কারণে, কিম্বা ভীরুর ন্যায়, কিম্বা কোন তুচ্ছ বিষয়ের ছুতা করিয়া, এলোক হইতে প্রস্থান করিও না। আবার বলিতেছি, ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে; কেন না পৃথিবীর বর্ত্তমান ব্যবস্থাপ্রণালী ও বর্ত্তমান মানবজাতির বংশপ্রবাহ রক্ষা করা ঈশ্বরের অভিপ্রায়; ইহার দ্বারা ঈশ্বরের কোন গূঢ় প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে জানিবে।

আত্মশক্তির জ্ঞান ও সাধনা।

১। যাহা তোমার সামর্থ্যের অতীত, এরূপ কাজে যদি প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমাকে নিশ্চয়ই লজ্জিত হইতে হইবে। শুধু তাহা নহে, যে কাজ তোমা দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারি, তাহাও ফস্‌কাইয়া যাইবে।

২। একজন জিজ্ঞাসা করিল:—"আমি কোন্ কাজের উপযুক্ত তাহা আমি কি করিয়া জানিব?" এপিক্‌টেটস্ উত্তর করিলেন;—সিংহ যখন নিকটবর্ত্তী হয়, তখন বৃষ কি নিজের শক্তি বুঝে না, এবং সমস্ত গরুর পালকে রক্ষা করিবার জন্য সে কি একাকী অগ্রসর হয় না? অতএব যাহার শক্তি আছে, নিজ শক্তি সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানও আছে। যেমন বলবান্ বৃষ মুহূর্ত্তের মধ্যে তৈয়ারি হয় না, সেইরূপ কোন মনুষ্যপুঙ্গবের মহৎ চরিত্রও মুহূর্ত্তের মধ্যে গঠিত হয় না। শক্তি অর্জ্জনের জন্য কঠোর সাধনা চাই, এবং বিনা-সাধনায় লঘূচিত্তে কোন দুঃসাধ্য কার্য্যের দিকে ধাবমান হওয়া নিতান্ত অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া জানিবে।

আর কত দিন?

১। কত দিনে তুমি উচ্চতর কাজ করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে? বিবেক-বুদ্ধিকে কিছুতেই অতিক্রম করিবে না—এ শিক্ষা তোমার কবে হইবে? উপদেশ ত অনেক পাইয়াছ, কিন্তু সেই অনুসারে কি তুমি কাজ করিতেছ? তোমার চরিত্র সংশোধনের জন্য এখনও কোন্ গুরুর অপেক্ষায় আছ? তুমি ত বালক নহ, তুমি এখন পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য। নিজ চরিত্রশোধনে এখনও যদি অবহেলা কর, শিথিলযত্ন হও, ক্রমাগত প্রতিজ্ঞার পর প্রতিজ্ঞা করিতে থাক,—প্রতিদিনই যদি মনে কর, আজ না—কাল হইতে আমি কার্য্য আরম্ভ করিব, তাহা হইলে তুমি উন্নতির পদে একপদও অগ্রসর হইতে পারিবে না;—যাহারা জীবন্মৃত অবস্থায় আছে, সেই অপদার্থ হতভাগ্য ইতরলোকদিগেরই মত তোমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

২। অতএব, পূর্ণবয়স্ক পুরুষের যাহা উপযুক্ত, উন্নতিশীল মনুষ্যের যাহা উপযুক্ত—সেইরূপ কাজে এখনি প্রবৃত্ত হও। যাহা কিছু উত্তম বলিয়া জানিবে, তাহাই যেন তোমার জীবনের বীজমন্ত্র হয়। বৃথা কাল হরণ করিবে না। শুভযোগ হারাইবে না; আমাদের এই জীবন মহারণক্ষেত্র। এক দিনের যুদ্ধেই জয় কিংবা পরাজয় হইতে পারে।

৩। বিবেক ছাড়া আর কিছুরই প্রতি সক্রেটিসের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না বলিয়াই তিনি এতটা মহত্ত্ব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তুমি সক্রেটিস না হইতে পার, কিন্তু সক্রেটিসের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তোমার সাধ্যাতীত নহে।

স্মর্ত্তব্য কথা।

বিপদ আপদের জন্য এই কথাগুলি সর্ব্বদাই তোমার হাতের কাছে প্রস্তুত রাখিবে:—"হে ঈশ্বর, হে বিধাতা, যেখানেই তুমি আমাকে যাইতে বলিবে আমি যেন নির্ভয়ে সেইখানে যাইতে পারি। কুমতির প্ররোচনায় যদি কখন আমার অনিচ্ছা জন্মে, তবু যেন তোমার আদেশ পালনে সমর্থ হই।" "সেই ব্যক্তিই আমাদের মধ্যে জ্ঞানী, সেই ব্যক্তিই দৈব-ব্যাপার সকল বুঝিতে সমর্থ, যে অক্ষুব্ধচিত্তে ও উদারঅন্তঃকরণে ভবিতব্যতার সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছে। "দেবতাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন হউক। মৃত্যু আমার শরীরকেই ধ্বংস করিতে পারে, আমার আত্মার কোন হানি করিতে পারে না।"

Contributor

 This ebook is auto generated using python from WikiSource (উইকিসংকলন) by bongboi. Thanks to the volunteers over wikisource:

- Nettime Sujata
- Salil Kumar Mukherjee
- Mahir256
- Bodhisattwa
- MS Sakib
- Aishik Rehman
- Inductiveload
- Jayantanth

 Wikipedia has it's own epub generation system but somehow due to weird Styling and Font embedding those EPUBs invariably slows down the device in which you're reading. And Fonts get broken, some group members on t.me/bongboi_req reported this, so decided to build those concisely via Python.

✌ Utmost care have been taken but due to non-survilance some ebook parts may be broken. If you find such please improve and submit or report to @bongboi_req. So that those can be improved in future

Disclaimer

⚠

⚔ Tele Boi does not own any content of this book. All the copyright is of respective authors/publishers of the books. @bongboi compiled this for Non-profit, educational and personal use, in favour of fair use.

 The content of the book is publically available in the WikiSource.

 Do Not redistribute in a commercial way.

✓ Please buy the hardcopy of the books to support your favourite authors and/or publishers.

সমাপ্তি

পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন।

 করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি। সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।

 Bengali Language have very few EPUBs created. @bongboi started creating this as a hobby project and made more than 2000 EPUBs at this stage.

 Be a volunteer @bongboi or at WikiSource so that more ebooks become available to the public at large.

Help People Help Yourself ❤

আরও বই

টেলি বই

MOBI